জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল সংশ্লিষ্ট জেন্ডার নীতি

সোশ্যাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট (এসএসপিএস) প্রোগ্রাম
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী ৩৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবগণের সমন্বয়ে গঠিত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC) শীর্ষক আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি কর্তৃক ২০১৮ সালের মে মাসে এই নীতিটি পর্যালোচিত ও অনুমোদিত হয়েছে।

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ৫

১.১ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল সংশ্লিষ্ট জেন্ডার নীতির পটভূমি ৫

২. পরিস্থিতিগত বিশ্লেষণ ৬

২.১ জাতীয় প্রেক্ষাপট ৬

২.১.১ নারীর অবস্থা ও অবস্থানগত পরিস্থিতি এবং সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা ৬

২.২ দারিদ্র্য, জেন্ডার ও সামাজিক নিরাপত্তার আন্তঃসম্পর্ক ৭

২.৩ জেন্ডার ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় উদ্যোগ ৮

২.৩.১ বাংলাদেশের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) ৮

২.৩.২ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ ৯

২.৩.৩ জাতীয় উন্নয়ন কাঠামো: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ৯

৩. জেন্ডার সমতা এবং সামাজিক নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জসমূহ ১১

৪. জেন্ডার নীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও অগ্রাধিকার ১৩

৪.১ জেন্ডার নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১৩

৪.১.১ লক্ষ্য ১৩

৪.১.২ নীতির উদ্দেশ্য ১৩

৪.২ দিক নির্দেশনামূলক মূলনীতি ১৪

৪.২.১ জেন্ডার সমতার প্রসার: জেন্ডার বিষয়টিকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় আনয়ন ১৪

৪.২.২ নারী ও মেয়েদের (বালিকাদের) ক্ষমতায়ন: অধিকারভিত্তিক পদ্ধতি এবং রূপান্তরমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ১৪

৪.২.৩ সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ১৪

৪.২.৪ জেন্ডার ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সম্পূরকতা এবং অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা ১৫

৪.২.৫ জেন্ডার সংবেদনশীল সামাজিক নিরাপত্তা জন্য দক্ষতা এবং সক্ষমতা তৈরি ১৫

৪.২.৬ পরিবীক্ষণ ও উন্নীতকরণ এবং টেকসই ফলাফলে বিনিয়োগ ১৫

৪.২.৭ সম্পদের যোগান ১৫

৪.৩ নীতির অগ্রাধিকার ১৫

৪.৩.১ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি ১৬

৪.৩.২ নারী ও মেয়েদের জন্য মানব উন্নয়ন মূলক সহায়তা ১৬

৪.৩.৩ জীবিকায়ন মূলক কর্মকাণ্ড, সম্পদ, আয় ও সহায়তাসেবায় অভিগম্যতা ১৬

৪.৩.৪ শ্রমবাজারে সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রণোদনা ১৬

৪.৩.৫ উৎপাদনশীল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ১৭

৪.৩.৬ সামাজিক ক্ষমতায়নে সহায়তা ১৭
৪.৩.৭ শহরাঞ্চলের নারীদের কাছে পৌঁছানো ১৭
৪.৩.৮ সামাজিক বিমা পদ্ধতির আওতা সম্প্রসারণ ১৭
৪.৩.৯ জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুতি এবং অভিঘাত সহনশীলতা তৈরি ১৭
৪.৪ নীতিগত প্রতিশ্রুতি এবং কর্মব্যবস্থা ১৮
৪.৪.১ নীতিগত প্রতিশ্রুতি ১: শিশুদের জন্য সহায়তা ১৮
৪.৪.২ নীতিগত প্রতিশ্রুতি ২: কর্মোপযোগী বয়সে সহায়তা ১৯
৪.৪.৩ নীতিগত প্রতিশ্রুতি ৩: গর্ভধারণ ও মাতৃত্ব ২০
৪.৪.৪ নীতিগত প্রতিশ্রুতি ৪: বৃদ্ধ বয়স এবং প্রবীণ প্রযত্ন ২০
৪.৪.৫ নীতিগত প্রতিশ্রুতি ৫: সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা ২১
৪.৪.৬ নীতিগত প্রতিশ্রুতি ৬: সহিংসতা থেকে সুরক্ষা, জেন্ডার সংশ্লিষ্ট ভূমিকা এবং সামাজিক নিয়মনীতির পরিবর্তন ২১
৪.৪.৭ নীতিগত প্রতিশ্রুতি ৭: নারী এবং সংখ্যালঘু, নৃতাত্ত্বিক ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীভুক্ত নারীদের জন্য সহায়তা ২২
৪.৪.৮ নীতিগত প্রতিশ্রুতি ৮: জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ও অন্যান্য অভিঘাত ও ঝুঁকির বিরুদ্ধে সহনশীলতা তৈরি ২২

৫ প্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তবায়ন কাঠামো ২৪
৫.১ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এদের ভূমিকা, ক্লাস্টার (গুচ্ছ) ইত্যাদি ২৪
৫.২ কর্মসূচিসমূহের জেন্ডারকেন্দ্রিক নকশা প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ নির্দেশিকা ২৫
৫.৩ পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা ২৫
৫.৪ সম্পদের যোগান ২৫

৬ জেন্ডার নীতির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ২৬
৬.১ জেন্ডার নীতির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ: কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং অংশীগণের ভূমিকা ২৬
৬.২ নীতি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ২৬

শব্দকোষ ও পরিভাষা ২৭

১. ভূমিকা

দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নের জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের প্রধানতম উপাদানগুলোর একটি হল সামাজিক নিরাপত্তা। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিগুলো। দারিদ্র্য বিলোপ (অভীষ্ট ১); ক্ষুধার অবসান এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন (অভীষ্ট ২); সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করা (অভীষ্ট ৩); গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান (অভীষ্ট ৪); জেন্ডার সমতা অর্জন (অভীষ্ট ৫); পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি (অভীষ্ট ৮); অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা (অভীষ্ট ১১); এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণসহ (অভীষ্ট ১৩) প্রায় প্রতিটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের আওতাধীন বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করবে সকল নাগরিকের জন্য কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা। বাংলাদেশ সরকার জাতীয়ভাবে উপযুক্ত একটি সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির পরিধি ও আওতা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে দেশের দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত সব নাগরিকদেরকে একটি সুরক্ষা বলয়ের আওতায় নিয়ে আসা হবে। এই প্রতিশ্রুতিটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এটি নারীদের জন্য প্রত্যাশা ও সম্ভাবনার নতুন দ্বার উন্মোচন করে। কারণ দরিদ্র, ঝুঁকিগ্রস্ত ও অবহেলিত এবং বিদ্যমান উন্নয়ন ব্যবস্থার সুফল হতে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই নারী। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতির পরিপূরণে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) অনুমোদন করেছে। বিভিন্ন বয়সস্তর ও ঝুঁকির মাত্রা অনুসারে সকল নাগরিকের জন্য ন্যূনতম সহায়তার নিশ্চয়তা বিধান করে এ কৌশল, নিশ্চিত করে ‘পিছিয়ে রবে না কেউ’।

১.১ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল সংশ্লিষ্ট জেন্ডার নীতির পটভূমি

বাংলাদেশি নারীরা কঠোর পরিশ্রমী; অথচ জেন্ডার বৈষম্যমূলক নিয়মনীতি ও প্রথার কারণে অধিকাংশ আর্থ-সামাজিক সূচকে তারা পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে আছে। এ পিছিয়ে থাকার আরেকটি মূল কারণ হল সবাইকে সামাজিক নিরাপত্তা সেবার আওতায় নিয়ে আসতে না পারা। এটি প্রমাণিত যে, দারিদ্র্য, কর্মসংস্থান, মানব উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও অভিঘাতসহনশীলতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য কমিয়ে আনতে একটি সুগঠিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। অবশ্য এটিও বোধগম্য যে কেবল একটি সু-সংজ্ঞায়িত সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের উপস্থিতিই সব নারীদের জন্য সমানভাবে এর সুফলভোগের নিশ্চয়তা প্রদান করেনা। নারীরা যেন বিবেচনার বাইরে থেকে না যায় তা নিশ্চিত করতে একটি ব্যাপকভিত্তিক ও সমন্বিত এবং জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রয়োজন হবে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে সম্পূরক পরিষেবা। এজন্য আরও প্রয়োজন হবে নারী-পুরুষ বৈষম্য হ্রাস ও নারীর সামাজিক ক্ষমতায়নের প্রতি বিশেষ জোর দিয়ে প্রস্তুত সহায়ক সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালার। নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থানগত বৈষম্য দূর করতেও জেন্ডার বৈষম্য এবং নারীর ক্ষমতায়নের মত বিষয়গুলির উপর জোর দেওয়া অপরিহার্য। সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর গুরুত্ব স্বীকার করে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের একটি জেন্ডার নিরীক্ষা (gender diagnostic) পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ নিরীক্ষার পরামর্শ ছিল: নারী জীবনচক্রের প্রতিটি পর্যায়ে জেন্ডার সমতার প্রবর্ধন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেয়া। আলোচ্য নীতিটি জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট একটি জেন্ডার নীতির অপরিহার্যতার বিষয়ে নীতি-নির্ধারকদের স্বীকৃতির প্রামাণ্য দলিল। এই নীতি জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীদের জেন্ডার ভিত্তিক চাহিদার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে সচেতনভাবে বিবেচনায় রেখে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে পরিকল্পনাবিদ ও নকশাকারদেরকে পথনির্দেশনা প্রদান করবে।

২. পরিস্থিতিগত বিশ্লেষণ

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) -এর অধিকাংশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। এমডিজির সফল পরিসমাপ্তির পাশাপাশি ২০১৫ সালে বাংলাদেশ অর্জন করেছে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা। অন্যান্য আরও বিষয়ের সাথে শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা আনয়ন, কার্যকর পরিবার পরিকল্পনা এবং স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এ অর্জনের পথে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে। গত তিন দশক ধরে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও দারিদ্র্য এখনও ব্যাপকভাবে বিরাজমান। অন্যান্য অভিঘাতসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে প্রায়শঃই দারিদ্র্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। এখনও প্রায় ২ কোটি মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে এবং তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নারী। কাজেই সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়টি দেশের জন্য যেমন অত্যাবশ্যক; নারীদের জন্য তা আরও বেশি অপরিহার্য।

২.১ জাতীয় প্রেক্ষাপট

স্বাধীনতার পর থেকে সরকার নিজস্ব অর্থায়নের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগীদের পৃষ্ঠপোষণায় বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষামূলক প্রকল্প চালু করেছে। প্রাথমিকভাবে সংকটকালীন সহায়তা ও খাদ্য সহায়তার মাধ্যমে শুরু হওয়া এসব কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভূত ঝুঁকি নিরসনমূলক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে রূপান্তরিত হয়। ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন (ভিজিডি), বিধবা ও বয়স্ক ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং মেয়েদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির মত নারী সহায়ক কর্মসূচিগুলো চালু করা হয়েছে এবং ক্রমে তাদের আওতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিনিয়োগ করা হয়েছে সামাজিক সহায়তার পাশাপাশি সামাজিক পরিষেবায়। কালক্রমে খাদ্য সহায়তার পরিবর্তে প্রচলিত হচ্ছে অধিকতর কার্যকর নগদ অর্থ সহায়তা। এছাড়া, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) ক্ষুদ্রঋণ এবং সামাজিক ক্ষমতায়নমূলক কার্যক্রমগুলো সরকারি উদ্যোগের সম্পূরক হিসেবে প্রভূত অবদান রাখছে। বিগত বছরগুলিতে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে গৃহীত কর্মসূচির সংখ্যা ও সরকারি বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। এই কর্মসূচিগুলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে; কিন্তু এসব কর্মসূচির আওতা এখনও বেশ সীমিত। আর এ পটভূমিতেই প্রণীত হয়েছে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা ও পরিধির ক্রমসম্প্রসারণ সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই এদের রূপান্তরমূলক প্রভাব দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়নি। উপকারভোগীদের ক্ষমতায়ন ও প্রাপ্ত সুবিধার টেকসহিতার বিচারে এসব কর্মসূচি চরম দারিদ্র্য থেকে উত্তরণে সীমিত ভূমিকা রাখতে পেরেছে।

২.১.১ নারীর অবস্থা ও অবস্থানগত পরিস্থিতি এবং সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ গ্রামাঞ্চলে বাস করে এবং জীবিকার জন্য কৃষির ওপর নির্ভর করে থাকে। কৃষি শ্রমশক্তির একটি অংশ গঠিত হয় নারীদের অংশগ্রহণে, কিন্তু প্রায়শঃই এ অংশগ্রহণ হয় অন্যান্য পারিবারিক দায়ত্বিভারের মত বিনা পারিশ্রমিকে। উৎপাদনশীল সম্পদে নারীদের অভিগম্যতা ও নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সীমিত। জেন্ডার-ভিত্তিক শ্রম বিভাজনের কারণে নারীদের দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ কঠোর পরিশ্রমের কাজ করতে হয়। নারী কর্তৃত্বাধীন দরিদ্র পরিবারগুলো প্রায়শঃই বেঁচে থাকার মৌলিক উপাদানগুলো থেকে বঞ্চিত হয়। জীবিকার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত থাকলেও এখনও নারীদেরদের পারিবারিক পর্যায়ে সনাতন প্রথাগত ভূমিকা পালন করে যেতে হচ্ছে। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ, পুরুষ অভিবাসন, আর্থিক অসচ্ছলতা, সামাজিক নিয়মনীতির ক্রমবিবর্তন এবং অন্যান্য কারণে জীবিকা নির্বাহের ধরনে যে পরিবর্তন দেখা দেয়, তার ফলেও নারীরা অতিরিক্ত দায়িত্বভার গ্রহণে বাধ্য হয়।

গত তিন দশক ধরে উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমশ দৃষ্টিগ্রাহ্য হচ্ছে এবং একই সমান্তরালে মানব উন্নয়ন সূচকগুলোতে সাধিত হয়েছে লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি। বৃদ্ধি পেয়েছে অ-কৃষি কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারেও বিভিন্ন মাত্রায় দক্ষতাসম্পন্ন বাংলাদেশি নারী শ্রমিকের উপস্থিতি বাড়ছে; এই শ্রমশক্তি অবদান রাখছে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নেও। অবশ্য শ্রমবাজারের পরবর্তিত চাহিদা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, সামষ্টিক-অর্থনৈতিক অবস্থা ও জনমিতিক রূপান্তরের কারণে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাতাবরণ ও সংশ্লিষ্ট শ্রমবাজারে যে পরিবর্তন ঘটেছে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়াটা নারী শ্রমিকদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। নারী শ্রমিকদের জন্য আরেকটি অসুবিধাজনক কারণ হল প্রায়শঃই তারা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মী হিসেবে নিয়োজিত থাকে। এছাড়া ম্যানুফ্যাকচারিং বা সেবা

খাতের নিম্নতম ধাপের শ্রমিক হিসেবে বা অদক্ষ অভিবাসী কর্মী হিসেবে তারা কোন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার আওতায় থাকেনা বললেই চলে। চরম আবহাওয়াজনিত দুর্যোগের কালে নারী ও মেয়েরা মৃত্যু, বঞ্চনা এবং হয়রানির ঝুঁকির মধ্যে থাকে।
নারীরা বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি এবং ঝুঁকিগ্রস্ততার মুখোমুখি হয়; এগুলোর কিছু জেন্ডার নির্দিষ্ট এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে তা প্রথাগত জেন্ডার বৈষম্য দ্বারা প্রভাবিত। বাল্যবিবাহ, পরিত্যাক্ত হওয়া, যৌতুক এবং জেন্ডারভিত্তিক নিপীড়নের মত ক্ষতিকর ও বৈষম্যমূলক ঘটনাগুলোর উৎস মূলত মেয়েদের উপর ছেলেদের অগ্রাধিকার দেবার সনাতন কুসংস্কার যা সমাজের গভীরে প্রোথিত। শৈশবকাল থেকেই মেয়েদের বঞ্চনা শুরু হয়; পুষ্টি, রোগ প্রতিরোধ (টিকাদান), স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনসহ মানসিক ও শারীরিক বিকাশ সংশ্লিষ্ট প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীরা বঞ্চনার শিকার হয়। বিকাশকালীন এ বঞ্চনার প্রভাব পড়ে তাদের সমগ্র জীবনব্যাপী; শ্রমবাজারে প্রবেশ, শোভন কাজের সুযোগ এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই নেতিবাচক প্রভাবের ফলাফল লক্ষ্য করা যায়।

প্রাপ্তবয়স্ক নারীদের চহিদার প্রতি নজর না দেওয়া, যেমন গর্ভাবস্থায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি, কর্মস্থলে শিশু পরিচর্যা এবং মাতৃত্বকালীন প্রযত্নের সংকুলান না থাকার কারণে ব্যক্তি হিসেবে নারীর ক্রমবিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, ব্যহত হয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ। ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি, পরিবার এবং দেশের উপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ে। উচ্চ মাতৃ মৃত্যুহার, পারিবারিক সহিংসতার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা, ক্রমবর্ধমান যৌন হয়রানির ঘটনা, ঘরে-বাইরে নিপীড়ন, অভিবাসী নারীর প্রতি সহিংসতা, সম্পদ ও অধিকারের দাবিতে অক্ষমতা, চলাচলের সীমাবদ্ধতা এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট লিঙ্গ ভিত্তিক ঝুঁকি, দক্ষতা ও শিক্ষার অর্জনে ঘাটতি ইত্যাদি বিষয়গুলি নারীদের বঞ্চনা এবং সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার এক দুষ্টচক্রের ভিতরে আবদ্ধ করে ফেলে। এসবের প্রভাব রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু খাতে নারী শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সীমাবদ্ধ করে রাখার মাঝেও; যেমন অনানুষ্ঠানিক খাত, তৈরি পোষাক খাত, স্বল্পমজুরির কৃষি শ্রম, বিনাপারিশ্রমিকের গৃহস্থালী কাজ এবং দেশে ও বিদেশে গৃহস্থালীর কাজ। সুযোগের এই বৈষম্য আনুষ্ঠানিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে নারীদের বঞ্চিত করে, নির্মাণ করে অধিকতর বঞ্চনার পথ।

২.২ দারিদ্র্য, জেন্ডার ও সামাজিক নিরাপত্তার আন্তঃসম্পর্ক

সামাজিক নিরাপত্তা দারিদ্র্য ও ঝুঁকি হ্রাসের একটি প্রধান চালিকাশক্তি। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী ও মেয়ে; দারিদ্র্য বিমোচন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল উন্নয়ন সূচকে নারী-পুরুষের ব্যবধান কমিয়ে আনা অপরিহার্য। শুধুমাত্র সামাজিক নিরাপত্তা বা উন্নয়ন অন্বেষার উপকারভোগী হিসেবে নয়; বরং দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখার মত সক্ষম ব্যক্তি হিসেবে নারীদেরকে গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হবে জেন্ডার সমতা ও নারীর মানবাধিকারের প্রতি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি, নিয়ম-নীতি ও প্রথার পরিবর্তন। অন্যদিকে সম-মর্যাদার মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠবার ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য নারীদের জন্য দরকার হবে মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যেমন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতা অর্জন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমর্থন ও সহায়তা। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এই প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করতে পারে। যদিও সামাজিক নিরাপত্তা মানেই নারীদের সহজাত ক্ষমতায়ন নয়, তবে এটি নারীদের সম্পদে অভিগম্যতা, তাদের উৎপাদনশীল সক্ষমতার উন্নয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার বিকাশ ঘটায় এবং ক্ষমতায়নের পথ সুগম করে।

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি যদি জেন্ডার সংবেদনশীল হয়, তবে এটি ব্যক্তির পুরো জীবনচক্র জুড়ে সহায়তা প্রদান করে; সহজতর করে নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে। নারী ও মেয়েদেরকে লক্ষ্য করে তৈরি বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো তাদের ঝুঁকিগ্রস্ততা কমাতে, জীবিকার উন্নয়নে এবং কোন কোনটি তাদের ক্ষমতায়ন যেমন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ, আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা, নারীর মত প্রকাশের সুযোগ ও প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা তৈরি এবং সহায়তা করে শ্রমবাজারে যোগদানে। এসম্পর্কিত গবেষণাও সুপারিশ করে যে, যেসব বিষয় নারীর অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিরোধ করে, শ্রমবাজার সংশ্লিষ্ট অধিকার হতে বঞ্চিত করে এবং তার মানব উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিকাশ ব্যহত করে সেগুলোসহ জেন্ডার-সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধকতাগুলো বিবেচনায় নিতে হবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোতে।

নারীর ক্ষমতায়ন উন্নয়ন অন্বেষার কোন সহজাত প্রক্রিয়া নয়, তবুও বেশ কিছু কর্মসূচি ইতিবাচক সম্ভাবনা দেখিয়েছে। শর্তসাপেক্ষ বা নিঃশর্ত নগদ আর্থিক সহায়তার মত কর্মসূচি ও পরিষেবাগুলি নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মেয়েদের শিক্ষা, নারীর জ্ঞানের পরিধি, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, আত্মবিশ্বাস, শ্রমবাজারে যোগদান এবং পরিবারে ও সমাজে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতার উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর আধিকাংশই নারী; সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নারী, শিশু, প্রাপ্তবয়স্ক কর্মক্ষম ব্যক্তি, প্রবীণ ব্যক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি,

বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক ও অন্যান্য ঝুকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যূনতম সহায়তার নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং সহজতর করে তাদের ক্ষমতায়ন-সম্ভাবনাকে। ক্ষুদ্র-অর্থায়ন এবং কর্মসৃজনমূলক কিছু কর্মসূচিও নারীর ক্ষমতায়নে সহায়তা করেছে। নারীর ক্ষমতায়নের উপর প্রভাব কর্মসূচিভেদে ভিন্ন হতে পারে; একটি কর্মসূচি এক্ষেত্রে কতটা ভূমিকা রাখবে তা নির্ভর করে মূলত নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে তাদের নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উপর। কাজেই যেসব কারণে নারীর অর্থনৈতিক অগ্রগতি, শ্রমবাজারে প্রবেশাধিকার এবং মানব উন্নয়ন ব্যহত হয় সেগুলোসহ জেন্ডার-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিবন্ধকতাগুলোকে বিবেচনায় নিতে হবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এবং নারীদের জন্য তাদের নিজের জীবন ও জীবিকার উপর স্বনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করতে হবে। নারীদের লক্ষ্য করে কর্মসূচি গ্রহণের পাশাপাশি সমধিক গুরুত্ব দিয়ে সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মূল ধারায় একটি জেন্ডার-দর্শনের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো দারিদ্র্য বিমোচন কাঠামো ও সামষ্টিক-অর্থনৈতিক নীতির পরিমন্ডলের মধ্যেই পরিচালিত হয়। সুতরাং, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের একটি মূল উপাদান হিসেবে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর উপস্থিতিও অত্যাবশ্যক।

২.৩ জেন্ডার ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক জাতীয় উদ্যোগ

বাংলাদেশ সরকার তার অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে দারিদ্র্য বিমোচন এবং ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একটি মধ্যম আয়ের দেশকে যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় সেসব বিষয়েও সরকার সচেতন। জেন্ডার-ভিত্তিক বঞ্চনা রোধ এবং নারীর ক্ষমতায়নের পথ সুগম করণেও সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকারের প্রধান প্রধান উন্নয়ন নীতি ও কৌশলে এ প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন দেখা যায়। রূপকল্প ২০২১ এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০১০-২০২১) একটি দারিদ্র্য মুক্ত, সমতাভিত্তিক প্রবৃদ্ধি নির্ভর, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা সম্পন্ন ও জলবায়ু পরিবর্তনে সহনশীল বাংলাদেশের পথনকশা প্রদর্শন করা হয়েছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস), জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা এবং জেন্ডার সমতা সংশ্লিষ্ট কৌশল ও কর্মব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

২.৩.১ বাংলাদেশের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস)

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের দীর্ঘমেয়াদি রূপকল্প হল "বাংলাদেশের সকল (সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা লাভের) যোগ্য নাগরিকের জন্য এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা কার্যকরভাবে দারিদ্র্য ও অসমতা প্রতিরোধ ও মোকাবেলা করতে পারে এবং ব্যাপকতর মানব উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারে।" এ কৌশলের উদ্দেশ্য হল সমপদের অধিকতর দক্ষ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে সেবাপ্রদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে ক্রমান্বয়ে একটি অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা যা সমাজের দরিদ্র ও সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত সদস্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে আবির্ভূত ঝুঁকিগুলো কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম।

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে একটি সামাজিক উন্নয়ন কাঠামো (এসডিএফ) অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে। মানব উন্নয়ন সুযোগ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, পরিবেশের সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন, প্রবীণ ও বিধবাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের সরকারি উদ্যোগসমূহ এ কাঠামোর আওতায় সমন্বিত করা হয়েছে।

এনএসএসএস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি জীবন-চক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কন্যাশিশুসহ সকল শিশুদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসার বিষয়ে এ কৌশল বদ্ধপরিকর। কর্মক্ষম বয়সের সকল ঝুঁকিগ্রস্ত নারীদের সহায়তা নিশ্চিতে এতে রয়েছে সুস্পষ্ট নির্দেশনা। এ কৌশল দলিলে প্রবীণদের জন্য কর্মসূচি, সকলের জন্য স্বাস্থ্য সহায়তা এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ অন্যান্য ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সহায়তাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

নিরাপত্তা বেষ্টনীর সীমাবদ্ধ ধারণা থেকে বের হয়ে এসে কর্মসংস্থান নীতি, সামাজিক বিমা এবং অন্যান্য মানব উন্নয়নমূলক পদক্ষেপগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে এনএসএসএস সামাজিক নিরাপত্তার পরিধিকে সম্প্রসারিত করেছে যা ২০২১ ও তৎপরবর্তিকালের মধ্যম আয়ের

বাংলাদেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এ কৌশলের লক্ষ্য হচ্ছে আয়-বৈষম্য কমিয়ে আনা এবং মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে উচ্চ প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখা। এ ধারায় এ কৌশলে একটি সমন্বিত ঝুঁকিগ্রস্ত নারী সহায়তা (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির প্রস্তাব করা হয়েছে।

২.৩.২ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ বাংলাদেশের নারীদের অগ্রগতি সাধনের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামো প্রদান করে। এ নীতির উদ্দেশ্য হল অন্যান্য আরও বিষয়সহ নারী ও পুরুষের সম অধিকার প্রতিষ্ঠা করা; নারীর নিরাপত্তা ও নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করা; নারীর আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইনী ক্ষমতায়ন; নারীদেরকে শিক্ষিত এবং দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা; দারিদ্র্যের কবল থেকে নারীকে মুক্ত করা; নারীর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিতে পদক্ষেপ গ্রহণ; উপযুক্ত আশ্রয়ণ এবং বাসস্থানের ক্ষেত্রে নারীকে অগ্রাধিকার প্রদান; প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং সংঘাত এর শিকার নারীদের পুনর্বাসন; প্রতিবন্ধী নারী এবং সংখ্যালঘু ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীভুক্ত নারীর অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সার্বিক সহায়তা প্রদান; বিধবা, প্রবীণ, পরিত্যক্তা, একাকী ও নিঃসন্তান নারীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা; এবং নারীদের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়ক সেবার ব্যবস্থা করা।

এই নীতিতে বিধবা, প্রবীণ, গর্ভবতী, দুর্গত ও প্রতিবন্ধী নারীদেরকে লক্ষ্য করে গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় চরম দরিদ্র্য নারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করার আন্তরিক প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ এবং ঝুঁকিগ্রস্তদের জন্য খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার রয়েছে। একইসাথে নীতিটি দরিদ্র নারীদেরকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত করা, উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড ও সম্প্রসারণ সেবা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, কর্মস্থলে শিশু প্রযত্ন সেবার ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, বিনোদন, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি, একই চাকরির জন্য সমান মজুরি নিশ্চিত করা এবং কৃষিখাতে নারীদের মজুরি বৈষম্য দূর করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। নারীদের সমগ্র জীবনব্যাপী পুষ্টি ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং নগরবাসী ও কর্মজীবি নারীদের সমস্যার সমাধান করাও এ নীতির লক্ষ্যভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এই নীতিমালাটি নারী ও মেয়েদের (বালিকা) চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা এবং জেন্ডার সমতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিযুক্ত সকলের জন্য একটি দিক নির্দেশনামূলক দলিল।

২.৩.৩ জাতীয় উন্নয়ন কাঠামো: সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

বাংলাদেশ সরকার বর্তমানে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য হল অর্ন্তভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং নাগরিকদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। এ পরিকল্পনায় ব্যাপকতর মানব উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনসহ দারিদ্র্য এবং বৈষম্য রোধে সামাজিক নিরাপত্তার আওতা সম্প্রসারণ, উপকারভোগী নির্বাচন পদ্ধতি ও তাদের দোরগোড়ায় এ সুবিধা পৌঁছে দেবার প্রক্রিয়ার দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এ দলিলে শিশু, কর্মক্ষম, প্রবীণ ও নারীসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসার নির্দেশনাও রয়েছে। নারীসহ বিভিন্ন সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক শ্রেণিভুক্ত অসহায় ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক অর্ন্তভুক্তিসহ তাদেরকে দারিদ্র্যমুক্ত হতে সহায়তা করা, তাদের জন্য পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক সহায়তা-সমর্থনও এ পরিকল্পনার লক্ষ্যভুক্ত। জেন্ডার ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল শিশুদের বিকাশ এবং অধিকার নিশ্চিত করা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাধিকার তালিকায় রয়েছে। শিক্ষা, খাদ্য ও পুষ্টি, জন্ম নিবন্ধন, শিশুর প্রতি সহিংসতা, বাল্যবিবাহ এবং শিশু শ্রম নিরোধসহ শিশুর ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষার জন্য খাতভিত্তিক কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রয়োজন জেন্ডার-সংবেদনশীল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছে কারণ তারাও অসহায়ত্ব এবং ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে থাকে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জেন্ডার কৌশল নারীর ক্ষমতায়নের একটি কাঠামো প্রদান করে যা মানব দক্ষতার উন্নতি, অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি, নারীর মত প্রকাশের সুযোগ ও প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা বাড়ানো এবং নারীদের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির প্রস্তাবনা প্রদান করে। এ লক্ষ্যে প্রস্তাবিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে মানব উন্নয়নমূলক সুযোগে অভিগম্যতা, উৎপাদনশীল সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার, সুরক্ষা ও অভিঘাতসহনশীলতা বাড়ানো, বৈষম্যমূলক সামাজিক মানদণ্ডের পরিবর্তন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি। এছাড়া এ কাঠামোয় সহিংসতা হতে মুক্তি, শোভন কাজ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, জেন্ডার বৈষম্য নিরোধী ও দারিদ্র্য-সংশ্লিষ্ট জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত সামাজিক নিরাপত্তা

নিশ্চিত করার বিষয়েও বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। এইসব দিক বিবেচনায় রেখে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখবে এবং ভূমিকা রাখবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নেও।

৩. জেন্ডার সমতা এবং সামাজিক নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জসমূহ

জেন্ডার সমতা আনয়ন এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা কোন সহজ কাজ নয় এবং এগুলো অর্জনের পথে বহুবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জগুলো জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে শিশু ও নারীর জন্য নির্দিষ্ট পরিষেবাগুলির আওতা সম্পর্কিত হতে পারে, আবার কিছু হতে পারে জেন্ডার বিষয়ক নিয়ম-নীতি ও প্রথা সংশ্লিষ্ট। এছাড়া চ্যালেঞ্জগুলো হতে পারে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নকশা প্রনয়ণ এবং কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত; সম্পদের সীমাবদ্ধতাও হতে পারে অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

সম্পদ এবং আওতা সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ:

সীমিত আওতা এবং বালিকাসহ সব বয়সের নারীদের জন্য সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য মানসম্মত প্রযত্নসেবার অপ্রতুলতার কারণে সার্বজনীন মৌলিক অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদান বাধাগ্রস্ত হতে পারে। সামাজিক নিরাপত্তার প্রয়োজন রয়েছে এমন শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার তুলনায় কর্মসূচির সীমিত আওতা, উপকারভোগী সনাক্তকরণ ও সহায়তা-সেবার সরবরাহ প্রক্রিয়াগত সমস্যার কারণে সমাজের উপযুক্ত ব্যক্তিগণ সুবিধাপ্রাপ্তিতে অসুবিধার সম্মুখীন হন। অনেক সময় সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে কর্মসূচির সুফল দূরবর্তী স্থানে বসবাসরত প্রান্তিক ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সদস্য এবং ঝুঁকিগ্রস্ত নারী ও বালিকাদের কাছে পৌঁছাতে পারে না। নগর জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি সামাজিক নিরাপত্তা পরিষেবার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি করছে, যা নিকট ভবিষ্যতে পূরণ করা সম্ভব হবেনা বলে প্রতীয়মান হয়।

সামাজিক নিরাপত্তায় প্রবেশাধিকারে প্রথাগত নিয়ম-নীতি ও জেন্ডারভিত্তিক চ্যালেঞ্জ:

নারী ও মেয়েদের (বালিকাদের) প্রতি প্রথাগতভাবে প্রত্যাশিত আচরণ ও সমাজে তাদের ভূমিকা বিষয়ে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার কারণে সামাজিক নিরাপত্তা এবং নারীর ক্ষমতায়ন বাধাগ্রস্ত হতে পারে। গৃহস্থালি সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব, সন্তান জন্মদান, প্রযত্ন কর্ম, সীমাবদ্ধ গতিবিধি, সিদ্ধান্ত গ্রহণে কম অংশগ্রহণের ফলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে নারীদের অংশগ্রহণ ব্যাহত হতে পারে। দারিদ্র্য, বাল্যবিবাহ, গর্ভধারণ বা গার্হস্থ্য ও প্রযত্ন কর্মে নিয়জিত করার জন্য প্রায়শঃই মেয়েদেরকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেয়া হয় যার বিরূপ প্রভাব পরে নারীদের শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জন এবং ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায়। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশা বা শর্তাবলি নারীর জন্য অতিরিক্ত কাজের চাপ সৃষ্টি করতে পারে, তাদেরকে সময় ব্যবস্থাপনাগত সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন করতে পারে এবং তাদেরকে ঠেলে দিতে পারে পারিবারিক সহিংসতার ঝুঁকির দিকে। নারী প্রধান পরিবারে গৃহস্থালি কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ লোকবল না থাকার ফলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে উপকৃত হবার সুযোগ কমে যেতে পারে। সামজিক ও পদ্ধতিগত বিচ্ছিন্নতা পরিষেবাগুলির সুবিধা গ্রহণে নারীদেরকে বাধাগ্রস্ত করে, তাদের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়, তাদেরকে অসহায় ও ঝুঁকিগ্রস্ত করে তোলে এবং নারী ও মেয়েদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণ বা তাদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত করে। এসব কারণেই এবং যখন পুরুষরা তাদের সমর্থনে সক্ষম হয়না বা এগিয়ে আসেনা, নারীরা তখন সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তার অন্বেষণে উৎসাহিত হয়। বৈধব্য, পরিত্যক্ত হওয়া বা বৃদ্ধ বয়স সহায়তাকারী ও প্রযত্ন প্রদানকারী হিসেবে ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে নারীকে চাপের মধ্যে ফেলে দেয় এবং একইসাথে বাড়িয়ে দেয় তাদের জন্য সমর্থন-সহায়তার প্রয়োজনীয়তা। ঘরে ও বাইরে সহিংসতার উচ্চহারও সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তার চাহিদা বাড়িয়ে দিতে পারে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্পর্কে না জানার ফলেও নারীরা এ প্রক্রিয়ার অংশীদার হতে এবং এর সুবিধা হতে বঞ্চিত হতে পারে।

ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন ও পরিচালন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ:

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নকশা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার কারণেও জেন্ডার সমতা ও ক্ষমতায়নের প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন ব্যহত হতে পারে। যদি কর্মসূচির নকশা প্রণয়নে জেন্ডার সমতা বা ক্ষমতায়ন উদ্দেশ্য হিসেবে গৃহীত না হয় এবং উত্তরণ পরিকল্পনা ও রূপান্তর-সম্ভাবনা বিবেচনায় না রাখা হয় তবে এর ফলাফল টেকসই নাও হতে পারে। নগদ হস্তান্তর কর্মসূচির সাথে উৎপাদনশীল অন্তর্ভুক্তির দুর্বল সংযোগ, সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিতে জোর না দেওয়া, সামাজিক ক্ষমতায়নের সঙ্গে অপ্রতুল সংযোগও সম্ভাব্য ফলাফলকে সীমাবদ্ধ করে দিতে পারে। স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্ত্বা হিসেবে বিবেচনার পরিবর্তে নারীদের মা বা স্ত্রী হিসেবে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি তাদের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয় এবং ব্যহত করে তাদের সম্ভাবনার বিকাশ। চরম দারিদ্র্য হতে উত্তরণের জন্য পরিপূরক সহায়তার অভাব, মানব উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের স্বল্পতা, ক্ষমতায়নের প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ণয়ে শক্তিশালী পরিবীক্ষণের অভাবও একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। দুর্যোগ সাড়া দান প্রক্রিয়ায় জেন্ডার দৃষ্টিকোণের অনুপস্থিতিও নারীদের ঝুঁকি এবং অসহায়ত্ব বাড়িয়ে দিতে পারে। সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা সংশ্লিষ্ট শর্তগুলিও নারীর সময়ের

বোঝা বৃদ্ধি করতে পারে। পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে নিযুক্ত কর্মীদের সক্ষমতার অভাবও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে জেন্ডার সমতা আনয়নের একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ। এছাড়াও নগর দারিদ্র্য এবং প্রদেয় সহায়তার স্বল্পমূল্যও প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জনের জন্য বাধা হয়ে উঠতে পারে।

৪. জেন্ডার নীতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও অগ্রাধিকার

বাংলাদেশ সংবিধানের নারী, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমতা বিষয়ক বিধানসমূহের উপর ভিত্তি করে এই নীতিটি প্রণীত হয়েছে। একইসাথে নীতিটি রূপকল্প ২০২১, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অঙ্গীকারকে বিবেচনায় রেখেছে। এই নীতি অনুসারে দেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো তৈরি হবে প্রতিরক্ষামূলক, প্রতিরোধমূলক, উত্তরণমূলক এবং রূপান্তরমূলক উপাদানের সমন্বয়ে। এসব কর্মসূচির চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে দরিদ্র উপকারভোগী, বিশেষ করে নারী ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ক্ষমতায়নের ইতিবাচক রূপান্তর-সম্ভাবনার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার। সুশীল সমাজ ও ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণ ও পরামর্শে সমৃদ্ধ হবার পাশাপাশি এটি চাহিদা সংশ্লিষ্ট দিক, অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং প্রতিক্রিয়াজ্ঞাপন পদ্ধতিকে জোরদার করবে। সেবা-সুবিধার আওতা ও পরিধির ক্রমসম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের সকল নারী ও পুরুষকে তাদের সমগ্র জীবনকালব্যাপী একটি সার্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসা হবে। নিশ্চিত করা হবে সকল মৌলিক চাহিদার পূর্ণ যোগান, মানব উন্নয়ন সুযোগের প্রবর্ধন এবং সামাজিক ক্ষমতায়ন। এই নীতির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হবে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, সমন্বয় এবং তত্ত্বাবধান সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও অংশীপ্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন স্তর ও মাত্রায় অংশগ্রহণ।

৪.১ জেন্ডার নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

স্বাধীনতার পর থেকে সরকার নিজস্ব অর্থায়নের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগীদের পৃষ্ঠপোষণায় বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষামূলক প্রকল্প চালু করেছে। প্রাথমিকভাবে সংকটকালীন সহায়তা ও খাদ্য সহায়তার মাধ্যমে শুরু হওয়া এসব কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে জীবনচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভূত ঝুঁকি নিরসনমূলক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে রূপান্তরিত হয়। ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন (ভিজিডি), বিধবা ও বয়স্ক ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা এবং মেয়েদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির মত নারী সহায়ক কর্মসূচিগুলো চালু করা হয়েছে এবং ক্রমে তাদের আওতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিনিয়োগ করা হয়েছে সামাজিক সহায়তার পাশাপাশি সামাজিক পরিষেবায়। কালক্রমে খাদ্য সহায়তার পরিবর্তে প্রচলিত হচ্ছে অধিকতর কার্যকর নগদ অর্থ সহায়তা। এছাড়া, বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) ক্ষুদ্রঋণ এবং সামাজিক ক্ষমতায়নমূলক কার্যক্রমগুলো সরকারি উদ্যোগের সম্পূরক হিসেবে প্রভূত অবদান রাখছে। বিগত বছরগুলিতে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে গৃহীত কর্মসূচির সংখ্যা ও সরকারি বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। এই কর্মসূচিগুলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে; কিন্তু এসব কর্মসূচির আওতা এখনও বেশ সীমিত। আর এ পটভূমিতেই প্রণীত হয়েছে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা ও পরিধির ক্রমসম্প্রসারণ সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই এদের রূপান্তরমূলক প্রভাব দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়নি। উপকারভোগীদের ক্ষমতায়ন ও প্রাপ্ত সুবিধার টেকসহিতার বিচারে এসব কর্মসূচি চরম দারিদ্র্য থেকে উত্তরণে সীমিত ভূমিকা রাখতে পেরেছে।

৪.১.১ লক্ষ্য

নারী ও মেয়েদেরকে (বালিকাদেরকে) দারিদ্র্য হতে উত্তরণে সহায়তা করা এবং রূপান্তরমূলক ও জেন্ডার সংবেদনশীল সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে ঝুঁকি ও ঝুঁকিগ্রস্ততা (ভঙ্গুরতা) হ্রাসের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

৪.১.২ নীতির উদ্দেশ্য

নীতির উদ্দেশ্যগুলো হল:

- জেন্ডার সমতার (নারী-পুরুষ সমতা) প্রসার ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতে কার্যকর অবদান রাখতে বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোকে অধিকতর সক্ষম করে তোলা।
- সকল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে একটি জেন্ডার দৃষ্টিকোণ (জেন্ডার লেন্স) অর্ন্তভুক্ত করার মাধ্যমে নারী-পুরুষ ব্যবধান (জেন্ডার ব্যবধান) কমিয়ে আনা।
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নকশা প্রনয়ণ এবং বাস্তবায়নে জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগে নীতিনির্ধারক, কর্মসূচি প্রনয়ণকারী, বাস্তবায়নকারী এবং মূল্যায়নকারীদেরকে উৎসাহিত করা।

- স্বতন্ত্রভাবে ও সমাজের সদস্য হিসেবে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জনপদের নারীদের জেন্ডার ভিত্তিক চাহিদার বিষয়টি নিশ্চিত করার মাধ্যমে জীবনচক্র জুড়ে তাদের ঝুঁকি এবং অসহায়ত্ব কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.২ দিক নির্দেশনামূলক মূলনীতি

এই নীতিটি সার্বজনীন মানবাধিকারের মূলনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং লিঙ্গ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম এবং জন্মস্থানের ভিত্তিতে কৃত সব ধরনের বৈষম্য এবং পক্ষপাতমূলক আচরণের বিরুদ্ধে অবস্থান করে। এটি নারী-পুরুষ সমতার (জেন্ডার সমতার) ধারণাগুলির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে জেন্ডার সমতা বিষয়টির অন্তর্ভুক্তিকল্পে নিম্নোক্ত মূলনীতিগুলি নির্ধারিত হয়েছে।

৪.২.১ জেন্ডার সমতার প্রসার: জেন্ডার বিষয়টিকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় আনয়ন

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর মূলধারায় থাকবে একটি জেন্ডার সংশ্লিষ্ট দৃষ্টিকোণ এবং এসব কর্মসূচিতে সেসব উপাদানের সংশ্লেষ ঘটান হবে যেগুলো জেন্ডার সমতা অর্জনে ও এর প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, সংখ্যালঘু, নৃতাত্ত্বিক ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সদস্যসহ চাহিদা বিবেচনায় নারী ও পুরুষ যেন সমমাত্রার সুবিধা লাভ করে সেবিষয়ে বিশেষ মনযোগ দেওয়া হবে। এলক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সহায়তার সরবরাহ প্রক্রিয়ায় একটি জেন্ডার সংবেদনশীল কৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন হবে। নারীর গৃহস্থালি সংশ্লিষ্ট দায়িত্বাবলির পাশাপাশি ঝুঁকিগ্রস্ততার মাত্রা বিবেচনায় নিয়ে, নারীর কাজের ভার না বাড়িয়ে ও সময়-সংকট পরিস্থিতির অবনমন না ঘটিয়ে এবং শিশু ও প্রবীণ প্রযত্নে জেন্ডারভিত্তিক সহায়তা নিশ্চিত করে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নকশা প্রনয়ণ এবং বাস্তবায়ন করা হবে। প্রদেয় সহায়তা গ্রহণে নারীদের যথেষ্ট পরিমাণ অভিগম্যতা রয়েছে কিনা সেবিষয়টিও বিবেচনায় রাখা হবে। নারী ও মেয়েদের (বালিকাদের) সুরক্ষা এবং নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা হবে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে ব্যবহৃত হবে জেন্ডার-সংবেদনশীল উপায়-উপকরণ। সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নারীরা কেবল ক্ষতিগ্রস্ত বা সহায়তা গ্রহণকারী নয়, অবদানকারী হিসেবেও যে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তা প্রকাশকল্পে সংশ্লিষ্ট দলিল ও মানদণ্ডে জেন্ডার সংবেদনশীল শব্দ এবং ভাষা ব্যবহার করা হবে।

৪.২.২ নারী ও মেয়েদের (বালিকাদের) ক্ষমতায়ন: অধিকারভিত্তিক পদ্ধতি এবং রূপান্তরমূলক সামাজিক নিরাপত্তা

নারীর ক্ষমতায়ন, অধিকার সংরক্ষণ এবং নারী জীবনকালের বিভিন্ন পর্যায়ে রূপান্তর-সম্ভাবনা জাগরণের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে অধিকারভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। মা, স্ত্রী অথবা পরিবারের প্রযত্ন প্রদানকারী হিসেবে শুধুমাত্র ব্যবহারিক চাহিদাগত দিক বিবেচনায় না নিয়ে নারীদেরকে পূর্ণ অধিকারসংবলিত স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্ত্বা হিসেবে গণ্য করা হবে। কর্মসূচির নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর ক্ষমতায়ন, ন্যায়বিচারে অভিগম্যতা, কণ্ঠস্বর (মত প্রকাশের অধিকার) ও প্রতিনিধিত্ব করা ক্ষমতা, নেতৃত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণে সহায়ক উপাদানগুলো বিবেচিত হবে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি উৎপাদনশীল সম্পদ ও স্বীয় জীবনে উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় নারীদেরকে সহায়তা করবে। এই কর্মসূচিগুলি কেবলমাত্র নারীদের সহজে দৃষ্টিগ্রাহ্য ব্যবহারিক চাহিদা নয় বরং জেন্ডার বৈষম্য নিরসন এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিতমূলক দূরদর্শী ও সমধিকগুরুত্ববাহী কৌশলগত বিষয় বিবেচনায় রাখবে।

৪.২.৩ সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ

নিজেদের ব্যবহারিক ও কৌশলগত চাহিদা সনাক্তকরণ ও তা পূরণের উপায় অন্বেষণের প্রক্রিয়ায় নারী ও মেয়েদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো। দরিদ্র্য পরিবারগুলোর নিয়মিত অংশগ্রহণ একাধিক বিষয়কে সহজতর করবে। অংশগ্রহণমূলক চাহিদা সনাক্তকরণ, প্রয়োজনীয় তথ্যের যোগান, অনুপ্রেরণামূলক সমর্থন-সহায়তা, আচরণ-পরিবর্তনগত যোগাযোগ পদ্ধতি বিষয়ে দরিদ্র পরিবারগুলোর সচেতনতা নিশ্চিত হবে। ফলশ্রুতিতে তাদের জন্য সুগম হবে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা ও পরিষেবা প্রাপ্তির পথ। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো চাহিদাগত দিক বিষয়ে সচেতনতা নির্মাণের পাশাপাশি জবাবদিহিতার অন্বেষা সৃজনেও সহায়তা করবে। সামাজিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ও মেয়েদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে সুযোগ ও সক্ষমতা নির্মাণেও ভূমিকা রাখবে এই কর্মসূচিগুলো।

৪.২.৪ জেন্ডার ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সম্পূরকতা এবং অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা

জেন্ডার সমতার জন্য সুসঙ্গত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই নীতি অন্তর্ভুক্তি ও সমন্বয় এবং সম্পূরকতার বিষয়ে জোর প্রদান করে। এছাড়াও এই নীতি উপকারভোগী নারী ও মেয়েদের (বালিকাদের) সম্ভব সর্বোচ্চ সুফল প্রদানে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো খাতভিত্তিক বিভিন্ন কুশীলবের ভূমিকা বিবেচনায় রাখে এবং সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগসমূহের সঙ্গে অংশীদারিত্ব ও সম্পূরকতাকে উৎসাহিত করে। এই কর্মসূচিগুলো নারী ও মেয়েদের সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সমর্থন বৃদ্ধি করবে এবং দ্বৈততা এড়াতে খাতভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সমন্বয় সাধন করবে। জেন্ডার সমতা আনয়ন এবং সামাজিক ও পারিবারিক পর্যায়ে নারীর জীবনচক্রভিত্তিক চাহিদা পূরণে সহায়ক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট সকল উদ্যোগের মধ্যেও সমন্বয় সাধন করা হবে।

৪.২.৫ জেন্ডার সংবেদনশীল সামাজিক নিরাপত্তা জন্য দক্ষতা এবং সক্ষমতা তৈরি

এই নীতির ক্ষেত্রে, উপকারভোগী নারীসহ সামাজিক নিরাপত্তার সকল অংশীজনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে থাকবে সক্ষমতা নির্মাণ। স্বতন্ত্র, প্রাতিষ্ঠানিক এবং সামাজিক স্তরে সক্ষমতা নির্মাণ সংশ্লিষ্ট বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত হবে। নারী ও মেয়েদের ব্যক্তিগত পর্যায়ের সক্ষমতা তৈরির ক্ষেত্রে জ্ঞানবৃদ্ধি, জীবন ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা, জীবনব্যাপী বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার দক্ষতা, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সুবিধা গ্রহণ, তথ্য ও পরিষেবায় অভিগম্যতা, সম্পদ ও স্বীয় জীবনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ সংশ্লিষ্ট সহায়তা অন্তর্ভুক্ত হবে। জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত সংকটসহ যে কোন বিপদ ও অভিঘাত মোকাবেলা এবং ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা গড়ে তুলতেও সহায়তা করা হবে। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে, জেন্ডার-সংবেদনশীল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রনয়ণ ও পরিচালনা এবং তাদের ফলাফল নিশ্চিত করার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কর্মকর্তাদেরকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষণী ক্ষমতা বৃদ্ধির উপর জোর প্রদান করা হবে। সামাজিক পর্যায়ে, ব্যক্তি ও সরকারি খাতের অংশীগণ, পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, স্থানীয় সরকার, সুশীল সমাজ ও কমিউনিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে যেন তারা নারী-পুরুষ সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে সংবেদনশীল হয়।

৪.২.৬ পরিবীক্ষণ ও উন্নীতকরণ এবং টেকসই ফলাফলে বিনিয়োগ

জেন্ডার সমতা সংশ্লিষ্ট ফলাফল পরিবীক্ষণে বিনিয়োগের মাধ্যমে এবং ইতিবাচক ফলদায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতা ও পরিধি সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্জিত সফলতার টেকসহিতা নিশ্চিত করা হবে। সকল সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প বা কর্মসূচির পরিবীক্ষণ পদ্ধতিতে এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), মন্ত্রণালয় ও নাগরিক উদ্যোগের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত ফলাফল পর্যবেক্ষণে এ মূলমন্ত্রণার প্রতিফলন ঘটানো হবে। লিঙ্গগত পরিচয় দ্বারা বিভাজিত একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডার (ডেটাবেস) নির্মাণ, ক্ষমতায়ন সংশ্লিষ্ট সূচক সংজ্ঞায়িত করা এবং তথ্যব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (এমআইএস) ব্যবহারের মাধ্যমে ফলাফল ধারণ, উপকারভোগী নির্বাচন ও চিহ্নিতকরণ, অংশগ্রহণ, তত্ত্বাবধান ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার স্বচ্ছ পদ্ধতি এবং একাধিক উৎস থেকে তথ্যের বৈধতা যাচাই করার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে সার্বিক পরিবীক্ষণ ব্যবস্থায়। উত্তম দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বীকৃত পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার বাড়ানো হবে এবং ফলাফলের টেকসহিতা বজায় রাখতে অন্তর্ভুক্ত হবে একটি ফলোআপ প্রক্রিয়া।

৪.২.৭ সম্পদের যোগান

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো জেন্ডার সমতা সংশ্লিষ্ট ও ক্ষমতায়নমূলক উপাদান ও কর্মকান্ডের অর্থায়ন নিশ্চিত করবে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের (এনএসএসএস) আওতাধীন জেন্ডারকেন্দ্রিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অর্থায়ন এই নীতির লক্ষ্য অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের নিজস্ব উৎস থেকে বরাদ্দের পাশাপাশি উন্নয়ন অংশীদার, বেসরকারি খাত ও সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর সঙ্গে যৌথ অর্থায়ন নিশ্চিত করা হবে।

৪.৩ নীতির অগ্রাধিকার

এই অংশে একগুচ্ছ নীতিগত প্রাধিকার সংকলিত হয়েছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের (এনএসএসএস) বিষয়ভিত্তিক ক্লাস্টারগুলির (যথা, সামাজিক সহায়তা, খাদ্য নিরাপত্তা ও দুর্যোগ সহায়তা; সামাজিক বিমা ; শ্রম/জীবিকায়ন, মানব উন্নয়ন ও সামাজিক ক্ষমতায়ন) সাথে

সঙ্গতি রেখে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে নারীর চাহিদা পূরণ এবং জেন্ডার সমতা প্রসারের জন্য নিম্নে বর্ণিত ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত নারীদের খাদ্য ও আয়ের নিরাপত্তা এবং শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের সুযোগের বিষয়গুলো নিশ্চিত করাই হবে মূল উদ্দেশ্য।

৪.৩.১ খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি

খাদ্য মানুষের প্রধানতম মৌলিক অধিকার এবং এবিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ক্ষুধা, অপুষ্টি এবং রোগব্যাধির প্রকোপ প্রতিরোধে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে সকল বয়সের নারী ও শিশুদের জন্য পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। ফসলের ক্ষতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যান্য অভিঘাত এবং বেকারত্ব জনিত খাদ্য সংকট নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। কাজের বিনিময়ে খাদ্যের মতো খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি বা ভিজিডি'র মতো উন্নয়নমূলক কর্মসূচি চালু রাখা বা সম্প্রসারণ এবং খোলা বাজারে বিক্রয় (ওপেন মার্কেট সেলস) ও ফুড কার্ডের মতো কম খরচে খাদ্য প্রদান বা দুর্যোগে ত্রাণ প্রদান মূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করা হবে। দরিদ্রদের জন্য পুষ্টি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে খাদ্য সহায়তা কর্মসূচিগুলি ক্রমান্বয়ে খাদ্যমান উন্নয়ন কর্মসূচিতে রূপান্তরিত করা হবে; বর্তমানে যেমন আইসিভিজিডি কর্মসূচির মাধ্যমে চালের পুষ্টিমানের উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে।

৪.৩.২ নারী ও মেয়েদের জন্য মানব উন্নয়ন মূলক সহায়তা

মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হতে পারে অন্তর্ভুক্তিমূলক মানব উন্নয়ন যেখানে প্রত্যেক নাগরিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নে রাখতে পারে প্রভূত অবদান। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দক্ষতাসহ অন্যান্য অধিকার ও সুযোগপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে মেয়ে (বালিকা) ও নারীদের দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাসের প্রচেষ্টা নেয়া হবে। দরিদ্র ও ঝুঁকিতে থাকা নারীদের ক্ষমতায়নে সরকার মানব উন্নয়ন ও উদ্যোগ সহায়তা অব্যাহত রাখবে। নারী ও শিশুদের জন্য পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং সক্ষমতা অর্জনের সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। সব বয়সের নারীদের জন্য শিক্ষা অর্জন ও সম্পন্ন করা এবং সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবার সুবিধার প্রদানের বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

৪.৩.৩ জীবিকায়ন মূলক কর্মকাণ্ড, সম্পদ, আয় ও সহায়তাসেবায় অভিগম্যতা

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে নারীদের জন্য জীবিকায়ন মূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ, আয়-রোজগার, আয়ের নিরাপত্তা, সমাবেশনের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী দক্ষতা, নগদ অর্থ বা সম্পদ সহায়তা ও প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণসহ অন্যান্য পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, উদ্যোক্তাসুলভ গুণাবলি ও দক্ষতার বিকাশ এবং উৎপাদনশীল সম্পদে অভিগম্যতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে জীবিকায়নের সুযোগ তৈরি করা হবে। সহায়তা কর্মসূচিগুলোতে সময়, গতিশীলতা, বিধিনিষেধ এবং নারী ও বালিকাদের নিরাপত্তাসহ জেন্ডার-ভিত্তিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিবেচনায় নেয়া হবে। দরিদ্রতম পরিবারের, দূরবর্তী স্থানে বসবাসরত এবং সংখ্যালঘু ও নৃতাত্ত্বিক সম্প্রদায়সহ ঝুঁকিতে থাকা অন্যান্য জনগোষ্ঠীভুক্ত নারীদেরকে সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত, অ-প্রথাগত ও টেকসই জীবিকায়নে সহায়তা করার বিষয়টিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং তাদেরকে এমনভাবে সক্ষম করে তোলা হবে যেন তাদের আর সামাজিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল না হতে হয়। টেকসই সুবিধা এবং সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণসহ চরম দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের পরিকল্পনাসংবলিত কর্মসূচির নকশা প্রনয়ণের উপর জোর দেওয়া হবে।

৪.৩.৪ শ্রমবাজারে সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রণোদনা

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। শ্রমঘন গণপূর্ত কাজে নিয়োজিত করার মাধ্যমে সর্বাধিক ঝুঁকিগ্রস্ত নারীদেরকে শ্রমবাজারে প্রবেশে প্রাধিকার দেওয়া হবে। কর্মসৃজন মূলক কর্মসূচি, শিক্ষানবিশি, নিয়োগ সহায়তা, সমমজুরি, সবেতন সাধারণ ও মাতৃত্বকালীন ছুটি, দক্ষতার বিকাশ, অবসরভাতাসহ অন্যান্য সুযোগ নিশ্চিত করে সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা প্রদান করা হবে। দেশে ও বিদেশে শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী নারী ও মেয়েদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হবে। কর্মজীবি নারীদের জন্য শোভন কর্মসুযোগ ও কর্মপরিবেশ তৈরি করা হবে। এলক্ষ্যে নারীদের বিশেষ চাহিদাগুলো, যেমন শিশু প্রযত্ন, বিনোদন, পানি ও স্যানিটেশন, মাতৃত্ব, নিরাপদ কাজের পরিবেশ, নিরাপদ গমনাগমন, তাদের সামাজিক ও পারিবারিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, স্বাস্থ্যসেবা এবং বেকারত্ব ও অসুস্থতা জনিত বিমা ইত্যাদি বিবেচনায় রাখা হবে। বেসরকারি খাত, নিয়োগে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান, নিয়োগদাতা, সুশীল সমাজ ও শ্রম আমদানিকারক দেশের সঙ্গে যৌথভাবে তরুণ প্রজন্ম, নারী ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের পথ সুগম করা হবে।

৪.৩.৫ উৎপাদনশীল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

নারী ও মেয়েদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি একটি প্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। সরকার এ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সমন্বিত সহায়তা প্রদান ব্যবস্থা (জিটুপি: সরকার থেকে সরাসরি ব্যক্তি পর্যায়ে) নির্মাণ করবে এবং এমন সব স্কিম চালু করবে যেগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ সহজ হবে। নারী ও মেয়ে বিশেষ করে অসহায় ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী এবং প্রবাসী শ্রমিকদেরকে সাশ্রয়ী মূল্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক পরিষেবা (ক্ষুদ্রঋণ, ব্যাংক হতে অর্থায়ন, সঞ্চয় সেবা, শিক্ষা ঋণ) প্রদান করা হবে। এছাড়া নারীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়ন প্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্তি সহজ করা হবে।

৪.৩.৬ সামাজিক ক্ষমতায়নে সহায়তা

সামাজিক নিরাপত্তার মাধ্যমে নারীদের সামাজিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা হবে। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক এবং ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে নারীর আত্মবিশ্বাস, জ্ঞান, শিক্ষণ, সৃজনশীলতা এবং পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার সক্ষমতার উন্নয়ন ঘটানো হবে। মতপ্রকাশের ক্ষমতা ও প্রতিনিধিত্বশীলতা বৃদ্ধিতে এবং ন্যায়বিচারের সুযোগ লাভে নারী মৈত্রী অর্জনে সহায়তা করার মাধ্যমে নেতিবাচিক সামাজিক নিয়মনীতি ও প্রথার পরিবর্তন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা হবে। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা নির্মূল করা এবং নারী ও পুরুষের কৃত্রিমভাবে আরোপিত ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকাসহ প্রথাগত নিয়ম-নীতির পরিবর্তনে ছেলে ও পুরুষদেরকে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে নারীদের সক্রিয় করার জন্য গ্রুপ গঠন, নেটওয়ার্কিং, পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য এবং পরিষেবা প্রদানকারীর সাথে সংযোগ প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলো অগ্রাধিকার পাবে। নারী নেতৃত্বের সংস্থান, তথ্য ও অনুশীলনে সহায়তা করা হবে। প্রযোজ্যক্ষেত্রে বেসরকারি খাত ও নারী অধিকার সংস্থাগুলির সহযোগিতা চাওয়া হবে।

৪.৩.৭ শহরাঞ্চলের নারীদের কাছে পৌঁছানো

শহরাঞ্চলের নারী ও মেয়েরা গ্রামীণ নারী ও মেয়েদের থেকে ভিন্নতর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে থাকে। শহরে বসবাসরত নারী ও মেয়েদের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, শ্রমবাজারে প্রবেশে সহায়তা, গৃহায়ণ ও আশ্রয়ণ, স্বাস্থ্য, পানি, স্যানিটেশন, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হবে। শিশু প্রযত্ন, গমনাগমন ও পরিবহন, আলোকিত সড়ক, শহরাঞ্চলে বসবাসকারী নারীর প্রতি সহিংসতা হ্রাস, ন্যায়বিচার এবং শ্রম অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদানের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে। শহরের নারীদের অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে সামাজিক বিমা কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারিত করা হবে।

৪.৩.৮ সামাজিক বিমা পদ্ধতির আওতা সম্প্রসারণ

সামাজিক সহায়তা, বিশেষ করে যেগুলো বৃদ্ধ বয়স, প্রতিবন্ধিতা, বেকারত্ব এবং মাতৃত্বকালীন ঝুঁকির বিপরীতে সুরক্ষা প্রদান করে থাকে এমন সব কর্মসূচি গ্রাম ও নগরের সকল প্রযোজ্য নারী ও মেয়েদের জন্য সম্প্রসারিত করা হবে। বয়স্ক ভাতা, অসহায়ত্ব ও প্রতিবন্ধিতা সংশ্লিষ্ট ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ভাতার মতো বিশেষ ভাতা, অভিঘাত ও অসুস্থতার বিপরীতে বিমার ক্ষেত্রে নারীদের প্রাধিকার নিশ্চিত করা হবে। শহর এলাকার সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর নারী ও মেয়েদের জন্য কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারিত করা হবে। বৃদ্ধ বয়স, প্রতিবন্ধিতা, বেকারত্ব এবং মাতৃত্ব সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির বিরুদ্ধে সুরক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্যে এমন একটি সামাজিক বিমা ব্যবস্থা চালু করা যা মানুষকে তাদের নিজস্ব সামাজিক নিরাপত্তায় বিনিয়োগ করতে সাহায্য করবে।

৪.৩.৯ জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুতি এবং অভিঘাত সহনশীলতা তৈরি

দেশের জলবায়ু ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চলের নারী ও মেয়েসহ অন্যান্যদেরকে বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত বিপর্যয়কালে জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুত করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। তাৎক্ষণিক ত্রাণ সহায়তা প্রদান ছাড়াও প্রস্তুতি, টেকসই জীবনযাত্রার সুযোগ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, পুনর্বাসন এবং প্রত্যাশিত হস্তক্ষেপ নিশ্চিত করা হবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ও মেয়েদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে। সংকটপূর্ণ মাতৃত্ব ও দুর্যোগের শিকার ব্যক্তিদের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী স্বাস্থ্যগত ও মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। সহিংসতা, হয়রানি ও সংঘাতসহ অন্যান্য অভিঘাতের ক্ষেত্রে নারী ও মেয়েদের জন্য প্রতিরোধ মূলক ও অন্যান্য সহায়তা-সমর্থনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.৪ নীতিগত প্রতিশ্রুতি এবং কর্মব্যবস্থা

এই নীতি নারী ও মেয়ে (বালিকা) সহ সবার জীবনের সবগুলো পর্যায়ে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে, ঝুঁকিপূর্ণ ও অসহায় অবস্থায় যেমন প্রতিবন্ধিতায়, দুর্যোগে ও মাতৃত্বকালে সহায়তাকল্পে এবং নারী-অবদমনমূলক প্রথাগত সামাজিক নিয়মনীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই নীতিতে নারী ও মেয়েদের (বালিকাদের) পূর্ণাঙ্গ মানবাধিকার নিশ্চিত করার, মানব উন্নয়নমূলক পরিষেবায় নারীদের অভিগম্যতা প্রদান এবং লিঙ্গ, অবস্থা ও অবস্থান, জাতি, ধর্ম বা শারীরিক সামর্থ্য নির্ভর সবধরনের বৈষম্য ও কুসংস্কার নির্মূলের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এই নীতির আলোকে সৃষ্ট কর্মসূচিতে এমন সব সহায়তা অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যেগুলো স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে মৌলিক পরিষেবা নিশ্চিত করে ক্রমে কর্মসূচির আওতা ও পরিধির ক্ষেত্রে বিদ্যমান পার্থক্য কমিয়ে আনা, ক্ষমতায়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, প্রতিরোধমূলক ও প্রবর্ধনমূলক কর্মব্যবস্থা চালু করা, চাহিদাগত দিকগুলোকে সংহত করা এবং পরিশেষে সবার জন্য একটি রূপান্তরমূলক ও সার্বজনীন জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা।

৪.৪.১ নীতিগত প্রতিশ্রুতি ১: শিশুদের জন্য সহায়তা

উদ্দেশ্য: সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান নির্বিশেষে সকল শিশু, বালক, বালিকা যেন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে তার সুযোগ করে দেওয়া এবং তাদেরকে প্রাপ্তবয়স্ক হবার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত করে তোলা।

শিশুদেরকে নিম্নোক্ত সামাজিক নিরাপত্তামূলক সেবা প্রদান করা হবে -

ক) সকল শিশুর জন্ম নিবন্ধন নিশ্চিত করা।

খ) সকল শিশুর টিকা প্রদান নিশ্চিত করা এবং সব শিশুকে ভিটামিন সম্পূরক ও পুষ্টি কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা।

গ) সকল স্কুলে ‘বিদ্যালয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি’র প্রবর্তন বা সম্প্রসারণ।

ঘ) জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত পরিবারের সকল শিশু ও কিশোর কিশোরীদের জন্য উপবৃত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা।

ঙ) দূরবর্তী ও দুর্গম অঞ্চল ও জনপদের মেয়ে এবং বিদ্যালয়গুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগসহ মেয়েদেরকে স্কুলে ধরে রাখা, শিক্ষাজীবন সমাপ্ত করা এবং শিক্ষাসোপানের পরবর্তী ধাপে তাদের উত্তরণ নিশ্চিত করার জন্য মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু রাখা।

চ) বাল্যবিবাহ এবং শিশুদের গর্ভধারণ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ।

ছ) দরিদ্র জনপদভুক্ত বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য পরিপূরক খাদ্য-প্রদান কর্মসূচির প্রচলন বা সম্প্রসারণ।

জ) পরিত্যক্ত এবং অনাথ শিশুদের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধাসহ আশ্রয়ণ এবং সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের সম্প্রসারণ।

ঝ) দুর্গম জনপদবাসী শিশুদের জন্য টিকা প্রদান, শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন বিষয়ক সরবরাহগত দিক সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও সংবর্ধন।

ঞ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের উপস্থিতি এবং এর ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার জন্য বাড়িতে, স্কুলে বা স্কুলে যাতায়াতের পথে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা এবং যৌন হয়রানি থেকে মেয়েদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

ট) মেয়েদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রদান।

ঠ) স্কুলে মেয়েদের ব্যক্তিগত পরিচর্যা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান এবং সাইবার সহিংসতাসহ প্রযুক্তি নির্ভর নিপীড়ন বিষয়ে তাদেরকে সচেতন করে তোলা এবং এসব থেকে মুক্ত থাকার কৌশল শেখানো।

ড) ঘরে বাইরে সব ধরনের সহিংসতা, সংঘাত ও নিপীড়ন হতে সব শিশুর সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

ঢ) ছেলে (বালক) ও মেয়েদের (বালিকা) সুনির্দিষ্ট চাহিদার বিষয়ে খেয়াল রাখা; বিশেষত বিদ্যালয়, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে তাদের ব্যক্তিগত পরিচর্যা, নিরাপত্তা, পানি সরবরাহ ইত্যাদির সুব্যবস্থা থাকা জরুরি।

ণ) খাতভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলিতে (বিশেষত রক্ষণশীল অঞ্চলে) নারী শিক্ষকের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

ত) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানসম্মত স্যানিটারি সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং মেয়েদেরকে (বালিকা) রজঃচক্র সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যবিধিমালা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

থ) অভিভাবক, কিশোর-কিশোরী ও যুবাদেরকে শিক্ষা সমাপ্তির সুফল সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

দ) শিশু বিবাহ কিংবা অকাল গর্ভধারনের শিকার মেয়েরা যাতে বিরতির পর আবার শিক্ষাজীবন শুরু করতে পারে সে লক্ষ্যে পুনঃপ্রবেশ নীতিমালার পর্যালোচনা ও প্রয়োগ।

ধ) সহিংসতা, পারিবারিক কিংবা সামাজিক সংঘাত অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার শিশুদের জন্য হোস্টেল, আশ্রয়কেন্দ্র এবং পরামর্শসেবা নিশ্চিত করা।

ন) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার প্রস্তুতি নেওয়া এবং অকাল গর্ভধারন রোধকল্পে মেয়ে ও ছেলেদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকারের বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান।

প) স্কুল সমাপনী পরীক্ষার পূর্বে বা পরে যে সমস্ত কিশোরি স্কুলের বাইরে আছে তাদের জন্য সুনির্দিস্ট কর্মসূচি (দক্ষতা, ক্ষুদ্রঋণ, সঞ্চয় ইত্যাদি) এবং শ্রমবাজারে প্রবেশের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কিশোরি মায়েদের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন।

ফ) সকল জেলায় অ-প্রচলিত ব্যবসা সমূহের জন্য মেয়েদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা। প্রয়োজনে শিক্ষানবীশ হিসেবে তাদের সংযুক্তির ব্যবস্থা করা।

ব) প্রতিবন্ধী শিশু এবং প্রান্তিক ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের (ছেলে ও মেয়েদের) জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সহজলভ্য শিক্ষা নিশ্চিত করা।

৪.৪.২ নীতিগত প্রতিশ্রুতি ২: কর্মোপযোগী বয়সে সহায়তা

উদ্দেশ্য: শোভন কাজ ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি এবং অনুকূল কর্মপরিবেশ সৃজনের মাধ্যমে কর্মোপযোগী বয়সের সব নারীকে শ্রমবাজারে প্রবেশের জন্য সক্ষম করে তোলা। এজন্য সরকার নিম্নলিখিত উদ্যোগসমূহ গ্রহণ করবে:

ক) আত্মকর্মসংস্থানসহ বিভিন্ন খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং আয় রোজগারমূলক ও উৎপাদনশীল কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া।

খ) সবার জন্য শোভন কাজের সুযোগ সৃষ্টিকারী অপ্রচলিত ও উদীয়মান খাতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন ও বিকাশে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করা।

গ) ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র্য হতে উত্তরণের লক্ষ্যে শ্রমঘন গণপূর্ত কর্মসূচিগুলোতে নারীদেরকে নিয়োজিত করা।

ঘ) নারীর ক্ষমতায়নমূলক খাদ্যভিত্তিক কর্মসংস্থান এবং সহায়তা কর্মসূচিগুলোকে নগদ অর্থায়ন ভিত্তিক কার্যক্রমে রূপান্তরের ক্ষেত্রে পুষ্টিসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি বিবেচনায় রাখা।

ঙ) আনুষ্ঠানিক খাতের কর্মীদেরকে বেকারত্ব, অসুস্থতা, মাতৃত্ব এবং দুর্ঘটনাজনিত বিমার আওতায় নিয়ে আসার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

চ) ছোট ও বড় শহরগুলোতে কর্মজীবী ও কর্মসন্ধানী নারীদের জন্য আবাসন, আশ্রয়, হোস্টেল, ডরমিটরি ইত্যাদি সুবিধার সৃজন ও সম্প্রসারণ।

ছ) উদ্যোক্তাসুলভ দক্ষতা এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যথাযথ শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আয় ও সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে নারীদেরকে প্রস্তুত করে তোলা।

জ) আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণের আওতা বৃদ্ধি করে এবং প্রাথমিক পুঁজিগঠনে সহজ প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসুবিধা প্রদানের মাধ্যমে নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

ঝ) ঝুঁকিতে থাকা বেকার নারীদের (বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, নিঃস্ব, একক মা এবং নিঃসঙ্গ বেকার নারী) জন্য আয় সহায়তার পরিমণা ও আওতা বাড়ানো এবং তাদেরকে শ্রমবাজারে অংশগ্রহণে সহায়তা করা।

ঞ) কৃষি ও দক্ষতামূলক পরিষেবার, সঞ্চয়, আয় রোজগার ও বাজার সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে নারীদের জন্য সম্প্রসারণ সেবার পরিধি বিস্তৃত করা।

ট) পুরুষের সমান্তরালে নারীর অধিকতর অন্তর্ভুক্তি, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ও সাধারণভাবে শ্রমবাজারে নারী ও পুরুষের সমমাত্রার দৃশ্যমানতা ও মতপ্রকাশের সমান সুযোগ সংশ্লিষ্ট শ্রমবাজার নীতির প্রবিধানসমূহের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ঠ) হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী একই ধরনের সমপর্যায়ের কাজের জন্য সমান বেতন, পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা, মাতৃত্ব ও স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট সুবিধা, শিশু প্রযত্ন ও অবকাশ এবং যৌন হয়রানি ও সহিংসতা থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সবার জন্য বিশেষ করে নারীদের জন্য কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ঘটানো।

ড) অনানুষ্ঠানিক খাতের কাজের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মজুরির মানদণ্ড নির্ধারণের সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখা।

ঢ) সাশ্রয়ী ও মান সম্পন্ন শিশু ও প্রবীণ প্রযত্ন সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতের লক্ষ্যে একটি স্বল্পব্যয়বিশিষ্ট প্রযত্ন অর্থনীতি গড়ে তোলা। কার্যকরভাবে নারীদের শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও নারীদের কর্মঘন্টা হ্রাসের উদ্দেশ্যে সমাজভিত্তিক অথবা চলমান প্রযত্ন কেন্দ্র গঠনের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা।

ণ) বিশেষত নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর্মস্থলে সংশ্লিষ্ট সকল হয়রানির ক্ষেত্রে আইনি সহায়তা ও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করার কর্মপদ্ধতি গ্রহণ।

ত) দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক এবং পেশাজীবী হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ও কর্মব্যবস্থা গ্রহণ, তাদের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ সৃষ্টি এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ।

থ) সহিংসতা, প্রতিবন্ধিতা, অসুস্থতা, ছাঁটাই অথবা মৃত্যুসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রবাসী নারী কর্মীদের সহায়তার জন্য হেল্পডেস্ক প্রতিষ্ঠা করা এবং সেফ-হোম, পরামর্শসেবা, আইনি সহায়তা, মঞ্জুরিভাতা, প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসনসেবার ব্যবস্থা করা।

৪.৪.৩ নীতিগত প্রতিশ্রুতি ৩: গর্ভধারণ ও মাতৃত্ব

উদ্দেশ্য: জীবনকালের এই গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে নারীদের সুস্থ ও নিরাপদ রাখা এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্ম ও বেড়ে ওঠার স্বার্থে সহায়তা করা। নিম্নলিখিত সহায়তাগুলো প্রদান করা হবে:

ক) সমস্ত গর্ভবতী নারীদের টিকা প্রদান ও পুষ্টি সহায়তা নিশ্চিত করা এবং পরিবার ও সমাজে এ বিষয়ক সচেতনতা তৈরি করা।

খ) দরিদ্রতম নারীদের জন্য মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি চালু রাখা ও এর সম্প্রসারণ।

গ) প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপদ প্রসব সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য অংশীদারিত্ব সুদৃঢ় করা এবং ধাত্রীসেবা বৃদ্ধি করা।

ঘ) নিয়োগদাতা সহযোগে নারীদের জন্য বিনা প্রিমিয়ামে কিংবা স্বল্প প্রিমিয়ামে মাতৃত্বকালীন বিমা/প্রযত্নের ব্যবস্থা চালু করার বিষয়টি খতিয়ে দেখা।

ঙ) প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক পদক্ষেপসমূহ চালু রাখা ছাড়াও মাতৃমৃত্যু হ্রাসের জন্য বিভিন্ন কর্মব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এইচআইভি/ এইডস ও অন্যান্য সংক্রমণ রোধে নারী ও মেয়েদের (বালিকাদের) স্বাস্থ্য-প্রযত্ন নিশ্চিত করা।

চ) প্রসূতি হবার কারণে/মাতৃত্বকালে চাকুরি হারানো প্রতিরোধকল্পে ব্যক্তি খাতের নিয়োগদাতাদের উপর নজরদারি কার্যক্রম শক্তিশালী করা।

ছ) লিঙ্গ পূর্বনির্ধারণ প্রযুক্তির অপব্যবহার নিরোধ এবং ভ্রূণ হত্যা প্রতিরোধ নিশ্চিত করা।

৪.৪.৪ নীতিগত প্রতিশ্রুতি ৪: বৃদ্ধ বয়স এবং প্রবীণ প্রযত্ন

উদ্দেশ্য: প্রবীণ নারীদের জন্য জীবিকা, প্রযত্ন এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

ক) বয়স্ক ভাতার আওতা সম্প্রসারণ ও সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং মুক্তিযোদ্ধা নারী এবং ঝুঁকিগ্রস্ত ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীভুক্ত ও দুর্গম অঞ্চলে বসবাসরত প্রবীণ নারীদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা।

খ) সরকারি কর্মচারীদের জন্য অবদানমূলক অবসর ভাতা চালু রাখা।

গ) পরীক্ষামূলকভাবে কম অবদানের বা বিনা অবদানের বয়স্ক ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিখাতের নিয়োগদাতাদের সাথে কাজ করার জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করা।

ঘ) সকল হাসপাতালে ভর্তুকি দিয়ে কম খরচে বয়স্ক নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং কম খরচে পরিবহন এর ব্যবস্থা করার সম্ভাবনা যাচাই করা।

ঙ) বয়স্ক স্বাস্থ্যসেবা ও পরিচর্যা কেন্দ্র সম্প্রসারণ করা এবং বয়সজনিত প্রতিবন্ধিতা ও রোগব্যাধি যেমন ডিমেনশিয়া, আলঝেইমার'স এর মতো রোগে প্রয়োজনীয় প্রযত্নসেবা প্রদান।

চ) পেশা ও চাকুরির ধরন (আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক) নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জন্য কম খরচে বা ভর্তুকি দিয়ে বেসরকারি খাতের স্বেচ্ছাভিত্তিক পেনশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন উপায়সমূহ পর্যালোচনা করা।

৪.৪.৫ নীতিগত প্রতিশ্রুতি ৫: সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা

উদ্দেশ্য: ঝুঁকিতে থাকা সকল নারীকে সুলভ ও সাশ্রয়ী প্রাথমিক ও জীবনচক্রভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং জেন্ডার সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং সহিংসতা, দুর্যোগ, দুর্ঘটনার জনিত ঝুঁকিসমূহের মোকাবেলা নিশ্চিত করা।

ক) বিশেষ অনগ্রসর নারী, পুরুষ, মেয়ে এবং ছেলেসহ সকলের কল্যাণের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক বিদ্যমান কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা।
খ) নারী ও মেয়েদের জন্য গৃহীত অন্যান্য খাত ভিত্তিক কর্মসূচির (যেমন পানি, স্যানিটেশন, খাদ্য, কৃষি, দক্ষতা, সম্প্রসারণসেবা ইত্যাদি) আওতা বৃদ্ধি করা।
গ) সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের জন্য সকল সরকারি হাসপাতাল এবং কমিউনিটি ক্লিনিকগুলিতে জরুরি স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা স্থাপন ও সম্প্রসারণ করা। উপজেলা পর্যায়ে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের (ওসিসি) সেবা বিস্তৃত করা।
ঘ) স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।
নারী সংগঠনগুলিকে সম্পৃক্ত করে রোগব্যাধি ও মৃত্যুর ঘটনাবলির ধারা-প্রবণতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে অপরিহার্য স্বাস্থ্যসেবাগুলোকে সুসংজ্ঞায়িত করা।
ঙ) দুর্গম অঞ্চলে পরিবার পরিকল্পনা সেবার চাহিদা পূরণ করা।
চ) স্তন ও জড়ায়ু ক্যান্সারের মতো সুনির্দিষ্ট নারী কেন্দ্রিক ঝুঁকিসমূহের উপর জোর দিয়ে সবার জন্য জীবনব্যাপী সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা জোরদার করা।
ছ) মুক্তিযোদ্ধাদের মত বিশেষ শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য জীবনব্যাপী সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা করা।
জ) বিদ্যমান নারী ও ও শিশু-বান্ধব হাসপাতালের সেবার সম্প্রসারণ।
জ) কিশোর কিশোরিদের জন্য সমন্বিত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।
ঝ) অপ্রতিষ্ঠানিক শ্রমিক এবং দরিদ্র পরিবারের মতো বাদ পড়া গোষ্ঠীর জন্য স্বল্প খরচের স্বাস্থ্য বিমা কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ।
ঞ) নারী ও মেয়েদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টির গুরুত্বের বিষয়ে সচেতনতা কর্মসূচি জোরদার করা।

৪.৪.৬ নীতিগত প্রতিশ্রুতি ৬: সহিংসতা থেকে সুরক্ষা, জেন্ডার সংশ্লিষ্ট ভূমিকা এবং সামাজিক নিয়মনীতির পরিবর্তন

উদ্দেশ্য: নারী-অবদমনমূলক প্রথাগত সামাজিক নিয়মনীতির ও নারী ও পুরুষের ভূমিকা পরিবর্তনে প্রভাব রাখা এবং নারী-পুরুষ সমতার প্রসার।

ক) নারী ও মেয়েদের অভিন্ন মর্যাদার নাগরিক হিসেবে গণ্য করার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে এবং নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা, বাল্যবিবাহ এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রচারমাধ্যমসমূহ ব্যবহার করে গণসচেতনতা তৈরিতে প্রচার-প্রচারণা কাজের সম্প্রসারণ।
খ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ‘ওয়ানস্টপ সংকট মোকাবেলা কেন্দ্র’ স্থাপনসহ জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা নিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন; হাসপাতালে ও স্থানীয় পর্যায়ে মানসিক আঘাত নিরাময়ী পরামর্শসেবা প্রদান; জেন্ডার ভিত্তিক ও পরিবার কেন্দ্রিক সহিংসতা এবং সামাজিক ও পিতামাতা সংশ্লিষ্ট অপরাধ ও মানবপাচার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনমূলক অন্যান্য নিপীড়নের শিকার ও উদ্ধারকৃতদেরকে আইনি সহায়তা, পুনর্বাসন ও পুনরায় অন্তর্ভুক্তি মূলক সেবা প্রদান।
গ) সার্বক্ষণিক যোগাযোগ কেন্দ্র (হটলাইন), ওয়ানস্টপ সংকট মোকাবেলা কেন্দ্র, আইনি সহায়তা ও আইনি সহায়তা তহবিল, আশ্রয়ণ ও পুনর্বাসন সেবাসহ অন্যান্য প্রচলিত সেবার বিষয়ে ব্যাপক প্রচার।
ঘ) নারীদের সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, বিয়ের নিবন্ধন, শ্রম অধিকার এর বিষয়ে সহায়ক কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং নারী অধিকার ও নারীর প্রতি সহিংসতা সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের প্রয়োগ জোরদার করা। উক্ত বিষয়সমূহের সমর্থনে গণমাধ্যম, শিক্ষা পাঠ্যক্রম এবং সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের সহায়তা গ্রহণ করা।
ঙ) নারী ও মেয়েদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সামাজিক-দায়বদ্ধতার নেটওয়ার্ক তৈরি করতে সক্ষম কর্মসূচি গ্রহণ উৎসাহিত করা।

চ) আইনি শিক্ষা কর্মসূচি প্রচলন করা এবং আইনি সহায়তা ও সেবা প্রদান সহ বিচার ব্যবস্থায় নারী ও মেয়েদের সচেতনতা এবং অভিগম্যতা বৃদ্ধি করার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করা।
ছ) নেতৃত্ব প্রদানকারী অবস্থানে নারীদের স্বল্প-উপস্থিতির ধারা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে জীবিকায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা এবং অন্যান্য দারিদ্র্য বিমোচন খাতের নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নারীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
ছ) যে সমস্ত কর্মসূচি অপ্রচলিত কর্মকাণ্ডে নারী ও মেয়েদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করে এবং তাদের ফলপ্রসু ও নেতৃস্থানীয় ভূমিকার প্রসার ঘাটায় এবং গৃহস্থালী ও প্রযত্ন কর্মে নারী-পুরুষের যৌথ অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে এমন সব কর্মসূচির সম্প্রসারণ।
ঝ) জেন্ডার বান্ধব এবং নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা এবং নারীদের চলাচল, গমনাগমন ও জনকার্যে নারীদের অংশগ্রহণে সহায়তা করা।

৪.৪.৭ নীতিগত প্রতিশ্রুতি ৭: নারী এবং সংখ্যালঘু, নৃতাত্ত্বিক ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীভুক্ত নারীদের জন্য সহায়তা

উদ্দেশ্য: প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মৌলিক অধিকার এবং তাদের উন্নয়ন ও নেতৃত্বের সুযোগ নিশ্চিত করা। সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নৃতাত্ত্বিক এবং সামাজিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর (যৌনকর্মী, দলিত, এইচআইভি/এইডস রোগী, তৃতীয় লিঙ্গ, জেলবন্দী ইত্যাদি) ক্ষেত্রে এই সেবাসমূহ প্রযোজ্য হবে।

ক) প্রতিবন্ধী শিশু, কর্মপোযোগী বয়সের প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য গৃহীত সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির সম্প্রসারণ যেন সকল যোগ্য মেয়ে ও ছেলে এবং পুরুষ ও নারী ক্রমান্বয়ে এ সুবিধার আওতায় চলে আসে। সহায়তা প্রদান প্রক্রিয়ায় তাদের অভিগম্যতার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখবে।
খ) সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে শিক্ষা, দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করা।
গ) প্রতিবন্ধী নারী এবং সকল নৃতাত্ত্বিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারীদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, সচেতনতা এবং প্রচার প্রচারণা জোরদার করা।
ঘ) প্রতিবন্ধিতা পরবর্তী সময়ে বা বৃদ্ধ বয়সে সুরক্ষা নিশ্চিতে নৃতাত্ত্বিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য জীবন বিমা এবং প্রতিবন্ধিতা বিমা গ্রহণে উৎসাহিত করা।
ঙ) রোগাক্রান্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্যের পরিবারকে সহায়তা প্রদান।
চ) সকল জেলার প্রতিবন্ধী নারী ও মেয়েদের (বালিকাদের) জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করা।
ছ) গুরুতর প্রতিবন্ধী শিশুসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য শিশু সহায়তাকেন্দ্রিক সামাজিক সহায়তা নিশ্চিত করা।
জ) নারী ও মেয়েদের (বালিকাদের) জন্য বিশেষ সুবিধাসহ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে সকল জেলায় প্রতিবন্ধী সেবা এবং সহায়তা কেন্দ্রের আওতা সম্প্রসারণ।
ঝ) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীবান্ধব অবকাঠামো, অবলম্বন-কাঠামো এবং পরিবহনের ব্যবস্থা করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচল ও গমনাগমন সহজ করা।
ঞ) কর্মজীবী প্রতিবন্ধী নারী এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সব জেলায় প্রয়োজনীয় সুবিধাসহ হোস্টেল এর ব্যবস্থা করা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সকল নারী ও মেয়েদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।
ট) মানসিক বা শারীরিক প্রতিবন্ধী শিশুদের পিতা মাতা এবং স্কুলের শিক্ষকদের ঈশারায় কথা বলার ভাষা, আচরণ পরিবর্তন ও যোগাযোগমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
ঠ) দরিদ্র পরিবারভুক্ত সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সহায়ক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা।
ড) জেলবন্দী নারী, যৌনকর্মী ও এইচআইভি আক্রান্ত নারীসহ প্রান্তিক নারীদের জন্য দক্ষতা, সচেতনতা ও সমর্থন সহায়তা নিশ্চিত করা।

৪.৪.৮ নীতিগত প্রতিশ্রুতি ৮: জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ও অন্যান্য অভিঘাত ও ঝুঁকির বিরুদ্ধে সহনশীলতা তৈরি

উদ্দেশ্য: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব ও অন্যান্য অভিঘাত হতে নারী ও মেয়েদেরকে (বালিকাদেরকে) রক্ষা করা।

ক) দুর্যোগ প্রস্তুতি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং কমিউনিটিভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট অভিযোজন বিষয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল কর্মসূচিতে সহায়তা দেওয়া, যা নারী ও মেয়েদের (বালিকাদের) জন্য উপকারী হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের জেন্ডারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।

খ) পুরুষ ও নারী, বিশেষ করে প্রান্তিক অথবা ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর নারীদের জন্য দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং আগাম সতর্কবার্তা প্রদান বিষয়ক কর্মকাণ্ডের প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন করা। আগাম সতর্কবার্তা, প্রস্তুতি, তাৎক্ষণিক জরুরি সহায়তা ও পুনর্বাসন কাজে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা এবং তাদের তথ্য, শিক্ষা ও শেখার সুযোগে অভিগম্যতা নিশ্চিত করা।

গ) ঝুঁকির উৎস এবং নারী ও মেয়েদের (বালিকাদের) প্রয়োজনের (খাদ্য, আয়, তথ্য, প্রশিক্ষণ, সম্পদের সুরক্ষা, শিক্ষা, নিরাপত্তা, পুষ্টি এবং মাতৃ স্বাস্থ্য ইত্যাদি) দিকে লক্ষ্য রেখে নারীকেন্দ্রিক দুর্যোগ পূর্ববর্তী পরিকল্পনা, দুর্যোগে সাড়া প্রদান এবং পুনরুদ্ধার কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ দুর্যোগ প্রস্তুতি এবং সাড়া প্রদানে নারী ও মেয়েদের (বালিকাদের) সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

ঘ) দুর্যোগ ঝুঁকি এবং জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে এবং বিভিন্ন কমিটিতে নারীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা।

ঙ) জলবায়ু অভিযোজনশীল কৃষি, অবকাঠামো এবং পুনঃবনায়ন কর্মসূচিতে নারীসহ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীকে নিয়োজিত করা, যাতে করে তাদের দুর্যোগজনিত ঝুঁকি এবং জীবিকা সংশ্লিষ্ট ক্ষতি হ্রাস পায়।

চ) সম্ভাব্য ঝড়ে পড়া, বাল্যবিবাহ এবং হয়রানি প্রতিরোধে জলবায়ুগত দুর্যোগের পরে যত দ্রুত সম্ভব শিশুদের, বিশেষ করে মেয়েদের বিদ্যালয়ে প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা।

ছ) কৃষি কাজ বা আবসন নির্মাণের উদ্দেশ্যে ৫০ শতাংশ খাস জমি বরাদ্দসহ উৎপাদনশীল সম্পদ ও সম্পত্তিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা।

জ) অভিযোজন বিষয়ক জীবিকামূলক প্রশিক্ষণ এবং জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

ঝ) নারীর অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নির্মাণ এবং স্থিতিশীল জীবিকায় (যেমন সম্পদের উপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায়) অংশগ্রহণ এবং প্রস্তুতিতে নারী ও শিশুদেরকে সহায়তা করা।

ট) দুর্যোগকালে আশ্রয়স্থলে, বাড়িতে এবং এলাকায় নিরাপদ পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ টয়লেটের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

ঠ) নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উপযোগিতা ও সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতাসহ নিরাপদ জ্বালানীর (গ্যাস, বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী) সরবরাহ নিশ্চিত করা।

ড) দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সহিংসতা ও হয়রানি থেকে নারী ও মেয়েদেরকে (বালিকাদেরকে) রক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা প্রদান করা।

ঢ) নারী, মেয়ে, ছেলে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ঝুঁকিতে থাকা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে মনোসামাজিক পরামর্শ ও পুনর্বাসন সহায়তাসহ তাৎক্ষণিক জরুরি সাড়া প্রদানমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা এবং দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও শিশুদের চিহ্নিত করা।

ণ) নারী ও শিশুদের আত্ম-সুরক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা (নিরাপদ আবাসন নির্মাণ, নিরাপদ স্থানে বসতি স্থাপন)।

ত) আশ্রয়কেন্দ্র এবং অবকাঠামোগুলিতে নারী, মেয়ে, প্রবীণ এবং গর্ভবতী নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ সুবিধাগুলো নিশ্চিত করা ।

থ) ন্যূনতম কল্যাণ (পুষ্টিমান, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, মনোবল) নিশ্চিত করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিগুলো শক্তিশালী করা।

দ) দুর্যোগ পরবর্তী সহায়তা ও পুনরুদ্ধারের কার্যক্রম এমনভাবে প্রনয়ণ এবং বাস্তবায়ন করা, যেন সেগুলো নারীদের কাছে সমানভাবে পৌঁছে এবং তাদের সুনির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ করতে পারে।

৫ প্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তবায়ন কাঠামো

এই নীতি বাস্তবায়নের প্রাথমিক দায়িত্ব সরকারের উপর ন্যস্ত। কেন্দ্রীয় সরকার, স্থানীয় সরকার, সুশীল সমাজের সংগঠন এবং বেসরকারি খাতের মধ্যে একটি সহযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালিত হবে।

৫.১ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এদের ভূমিকা, ক্লাস্টার (গুচ্ছ) ইত্যাদি

জাতীয় পর্যায়ে তত্ত্বাবধান এবং সহায়তা-সমর্থন

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে নীতিমালা সমন্বয়ের দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বাধীন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (সিএমসি) উপর অর্পিত। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের দায়িত্ব হবে পরিচালনগত প্রমিতমান বিষয়ে কারিগরি ও প্রায়োগিক সার্বিক দিকনির্দেশনা প্রদান, প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ, বিন্যাস ও বিতরণ এবং জেন্ডার দৃষ্টিকোণের আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক অগ্রাধিকার ও প্রবণতা চিহ্নিত করা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো লিঙ্গগত পরিচয় অনুযায়ী বিভাজিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে এবং জেন্ডারকেন্দ্রিক অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপনায় সহায়তা করবে।

বাস্তবায়ন

জাতীয় পর্যায়: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থা স্ব স্ব খাতের প্রেক্ষাপট এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মবণ্টন অনুযায়ী এই নীতি অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির নকশা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নে তাদের করণীয়সমূহ ব্যাখ্যা করবে এবং পরিবীক্ষণ সম্পাদন ও ফলাফল অর্জন নিশ্চত করবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও ক্লাস্টারের সামাজিক নিরাপত্তা ফোকাল পয়েন্টগণ নিশ্চিত করবেন যে, জেন্ডার সমতার প্রসারে নীতিগত মূলনীতিসমূহ অনুসৃত হচ্ছে এবং নীতিগত প্রতিশ্রুতি পূরণে কর্মসূচিগুলো যথাযথ অবদান রাখছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্ম পরিকল্পনায় জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হবে এবং কর্মসূচির রূপান্তরমুখী-সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হবে। কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট সবধরনের অর্জিত ফলাফল, পরিবীক্ষণ ও অবহিতকরণে লিঙ্গগত পরিচয় দ্বারা বিভাজিত তথ্য এবং জেন্ডার বিশ্লেষণ এর ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

স্থানীয় পর্যায়: স্থানীয় পর্যায়ে জেলা প্রশাসন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দপ্তরগুলোর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চিহ্নিত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ফলাফল অর্জনের জন্য সমন্বয় সাধন করা হবে।

অংশীদারিত্ব: কর্মসূচির বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে এবং তৃণমূল পর্যায়ে দক্ষতা নির্মাণে সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর সহযোগিতা আহ্বান করা হবে। সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, আইনি সহায়তা এবং সহায়ক-সেবা, সরবরাহ ও সামাজিক সংহতির জন্য নারী সংগঠনসমূহ, গণমাধ্যম এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহকে কাজে লাগানো হবে।

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার (সিএসআর) কার্যপ্রণালী ও দিকনির্দেশনার আলোকে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ অন্বেষণ, সমন্বয় ও নিরীক্ষণ করা হবে। সিএসআর এর মাধ্যমে যেন জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন জোরদার হয়, সেজন্য বিদ্যমান দিকনির্দেশনার পর্যালোচনা করা হবে।

৫.২ কর্মসূচিসমূহের জেন্ডারকেন্দ্রিক নকশা প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ নির্দেশিকা

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের নকশা প্রণয়ন, পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণের জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হবে এবং সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় বিতরণ করা হবে। কর্মপরিকল্পনা তৈরি, কর্মসূচি/ প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ এবং পরিবীক্ষণে এ নির্দেশিকার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হবে। ন্যূনতম অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে জেন্ডার কেন্দ্রিক একগুচ্ছ সূচক চিহ্নিত করা হবে এবং নির্দেশিকাগুলিতে সন্নিবেশিত করা হবে যেন সব কর্মসূচির অনুমোদন এবং ফলাফল মূল্যায়ন প্রক্রিয়া একই ধরনের হয়। ফলাফল পরিমাপের জন্য বাস্তব চাহিদার পাশাপাশি কৌশলগত জেন্ডার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সূচক ব্যবহৃত হবে। জেন্ডার বাজেট সূচকসহ সাধারণ সূচক সনাক্তকরণে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কাজ করবে এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গি সন্নিবেশনে সহায়তা প্রদান করবে।

৫.৩ পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা

এই নীতি সফল বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক পরিসরে নানাবিধ পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে বলে ধরে নেওয়া যায়। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন নিশ্চিতে শুধুমাত্র উপকারভোগীদের ক্ষেত্রে নয় বিভিন্ন স্তরে এ কর্মসূচিগুলোকে আচরণ পরিবর্তন প্রক্রিয়ার উদ্দীপনে সক্ষম হতে হবে। জাতীয় প্রবৃদ্ধি এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য নীতি নির্ধারক, সেবা প্রদানকারী এবং অংশীদারদেরকে রূপান্তরমূলক সামাজিক নিরাপত্তার গুরুত্ব স্বীকার করে নিতে হবে। যে সমস্ত প্রত্যাশিত পরিবর্তনের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হবে বলে ধরে নেওয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ঝুঁকিতে থাকা নারীদের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে মানসিকতার পরিবর্তন, ক্ষমতায়ন এবং উত্তরণমূলক মূল সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহকে শক্তিশালী করা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে জেন্ডার কেন্দ্রিক সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টিকে বিবেচনা করার জন্য কর্মসূচিসমূহ এবং সেবা প্রদানকারীদের মধ্যকার সহযোগিতা এবং পরিপূরণ প্রক্রিয়া জোরদার করা।

সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সুবিধায় অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি এবং এসব সুবিধা প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জবাবদিহিতা বিষয়ে নাগরিকদেরকে সচেতন করার লক্ষ্যে তাদের জন্য আচরণগত পরিবর্তন বিষয়ক প্রচার-প্রচারণা ও যোগাযোগের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সময়ের প্রয়োজনে উদ্ভূত নতুন এবং উদীয়মান সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা পূরণ সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতিরও প্রয়োজন হবে বলে বোধ হয়।

৫.৪ সম্পদের যোগান

এই নীতির অধীনে জেন্ডার সমতার প্রসার সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি পূরণকল্পে একটি সংহত, সমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজন। কাজেই সুনির্দিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি ছাড়াও প্রয়োজন হবে খাত ভিত্তিক কর্মসূচির পরিপূরক সমর্থন। সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতের মধ্যে পারস্পরিক অংশীদারিত্ব ও সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা নেয়া হবে। এর ফলে সামাজিক সহায়তা বা কর্মসৃজনমূলক কর্মসূচিসমূহের সঙ্গে উৎপাদনশীল, সামাজিক ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচিগুলোর সংযোগ সাধিত হবে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জেন্ডার সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তামূলক সেবাসমূহকে টেকসই করার উদ্দেশ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় পর্যাপ্ত তহবিল নিশ্চিত করা হবে। সরাসরি নারী, মেয়ে (বালিকা) এবং অন্যান্য উপকারভোগীদের কাছে সম্পদ স্থানান্তরের জন্য কার্যকরী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক পদ্ধতি (ইলেকট্রনিক উপায়ে সরকার থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে সম্পদ হস্তান্তর) ব্যবহার করা হবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিবর্তে ক্রমান্বয়ে নগদ অর্থ সহায়তামূলক ব্যবস্থার প্রচলন ঘটানো হবে; এর ফলে নারীরা আর্থিক ব্যবস্থাপনা, বাজার ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং নগদ লেনদেনের বিষয়ের সাথে পরিচিত হবে।

৬ জেন্ডার নীতির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো থেকে নারীদের সুবিধা নিশ্চিত করতে কেবলমাত্র জেন্ডার-সংবেদনশীল নকশা বৈশিষ্ট্যই যথেষ্ট নয়; এর জন্য আরও প্রয়োজন হবে কার্যকর সুবিধা সরবরাহ ব্যবস্থা এবং শক্তিশালী পরিবীক্ষণ পদ্ধতি। অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা কর্মসূচিগুলোর ইতিবাচক প্রভাব এবং জেন্ডার সংবেদনশীলতার প্রবর্ধন ঘটাতে পারে। অন্যান্য দেশে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার বিষয়ে সুশীল সমাজের সংগঠনগুলির নেতৃত্বে সামাজিক নিরীক্ষণ সফল দৃষ্টান্ত রেখেছে; এর ফলে নারীদের অংশগ্রহণের হার, মজুরি ও তত্ত্বাবধানমূলক পদে নারীর অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬.১ জেন্ডার নীতির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ: কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং অংশীগণের ভূমিকা

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সব মন্ত্রণালয়ের সচিবের প্রতিনিধিত্বে গঠিত ‘সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি)’ এই নীতির বাস্তবায়ন তদারকি করবে এবং কোনও অভিযোগ থাকলে তার প্রতিকার ও নিষ্পত্তি করবে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল অনুযায়ী গঠিত বিষয়ভিত্তিক ক্লাস্টার সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয়সহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সকল মন্ত্রণালয় কর্মসূচির জেন্ডার সমতা সংশ্লিষ্ট ফলাফলের মূল্যায়ন করবে এবং সিএমসি বরাবর এ বিষয়ক প্রতিবেদন দাখিল করবে।

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) তাদের কর্মসূচি মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় জেন্ডার দৃষ্টিকোণ অন্তর্ভুক্ত করবে এবং এ সংশ্লিষ্ট সূচক ব্যবহার করবে।

উপজেলা ও জেলা সমন্বয় কমিটি সুশীল সমাজের সংগঠন সমূহের সাথে যৌথভাবে মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগী নির্বাচন ও সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন তদারকি করবে।

৬.২ নীতি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা

নীতিটি অনুমোদন লাভের পর প্রতিবছর এর বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা এবং এ বিষয়ক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী সকল মন্ত্রণালয় নীতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে; এ প্রক্রিয়ার সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকবে সংশ্লিষ্ট ক্লাস্টারের লিড-মন্ত্রণালয়। প্রতিবেদনগুলি সিএমসিতে উপস্থাপন করা হবে। সমসাময়িক সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থার সঙ্গে নীতিটির সঙ্গতি যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে পাঁচ বছর পরে এর প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে এটি হালনাগাদ করা হবে।

শব্দকোষ ও পরিভাষা

ইতিবাচক পদক্ষেপ বলতে বোঝায় সমাজের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অগ্রাধিকার ও দৃশ্যমানতা নিশ্চিত করে এবং তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের প্রতি বিরাজমান বৈষম্য দূর করার জন্য গৃহীত একগুচ্ছ কার্যপ্রণালি ও পদক্ষেপ।

প্রযত্নকর্ম বলতে নির্ভরশীল শিশু, প্রবীণ ব্যক্তি, অসুস্থ কিংবা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ঘরে কিংবা প্রযত্ন কেন্দ্রে যেধরনের প্রযত্নসেবা প্রদান করা হয় তাদেরকে বোঝায়। প্রযত্নকর্মে সমানভাবে অংশগ্রহণ এবং সবার জন্য প্রযত্নসেবার ব্যবস্থা থাকা নারী-পুরুষ সমতার সঙ্গে উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পর্কিত। সুলভ ও সাশ্রয়ী, মানসম্মত প্রযত্নসেবার অভাব এবং একাজে নারী ও পুরুষের অসম অংশগ্রহণের বিষয়টি সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলে নারীর অংশগ্রহণ সামর্থ্যের উপর।

উন্নয়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সমাজের সদস্যরা তাদের জীবন মানের টেকসই উন্নতির লক্ষ্যে সম্পদ স্থানান্তর ও ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করে থাকে। সমাজের দূরদর্শিতা, সম্পদের প্রাপ্যতা এবং ব্যবহারযোগ্য উপায়, কৌশল ও পদ্ধতির উপর উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং এর ফলাফল নির্ভর করে। জেন্ডার সমতা উন্নয়ন উৎসাহিত করার জন্য জেন্ডার ভিত্তিক বাধাসমূহ মোকাবেলার চেষ্টা করা এবং সমতাকে উৎসাহ দেওয়া দরকার/প্রয়োজন।

ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় নিজস্ব জীবনের উপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য নারী ও পুরুষ যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়ে থাকে সেগুলোর প্রক্রিয়া এবং ফলাফল বুঝায় (যেমন: নিজেদের করণীয় নির্ধারণ, দক্ষতা অর্জন, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, সমস্যার সমাধান এবং আত্মনির্ভরশীলতা গড়ে তোলা)। শ্রম বিভাজনসহ জেন্ডার সম্পর্কের রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নারীর ক্ষমতায়ন একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এই প্রক্রিয়া জীবন প্রণালীর কৌশলগত বাছাই প্রক্রিয়ায় নারীর সামর্থ্য বাড়ানোর মাধ্যমে অবদমন এবং বৈষম্যের কাঠামোগত, পদ্ধতিগত ও অন্তর্নিহিত কারণসমূহ মোকাবেলা করে।

জেন্ডারায়ন বলতে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট বিষয়-বিবেচনা ও উদ্বেগসমূহ কথায়, কাজে ও পর্যালোচনায় আত্তীকরণের প্রক্রিয়াকে বুঝায়।

সুযোগের সমতা বলতে নিয়োগদাতা ও সেবা প্রদানকারী কর্তৃক সমআচরণসহ নিয়োগের সুযোগ, সেবা ও সম্পদে প্রবেশাধিকার এবং অভিগম্যতা লাভের সুযোগে সমতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মানবাধিকার অর্জনের প্রচেষ্টাকে বোঝায়।

জেন্ডার বলতে সামাজিকভাবে গঠিত ভূমিকা ও সম্পর্ক, ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ, মূল্যবোধ, তুলনামূলক ক্ষমতা ও প্রভাবকে বোঝায় যা সমাজ কর্তৃক নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আরোপিত হয়। নারী ও পুরুষের জৈবিক পরিচয় (লিঙ্গ) জিনগত ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু জেন্ডার এমন একটি অর্জিত পরিচয় যা ক্রমান্বয়ে শেখানো হয়, সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় এবং একই সংস্কৃতির মধ্যে ও সংস্কৃতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা দেয়। জেন্ডার একটি সম্পর্কগত পারিভাষিক শব্দ। এর দ্বারা নারী বা পুরুষকে নয় বরং তাদের মধ্যকার সম্পর্ককে নির্দেশ করা হয়।

জেন্ডার বিশ্লেষণ এমন একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নারী ও পুরুষের উপর উন্নয়ন, নীতিমালা, কর্মসূচি ও আইন কানুন এর ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব পর্যবেক্ষণ করা যায়। এই বিষয়টি প্রাথমিক ভাবে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর লিঙ্গগত পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভাজিত উপাত্ত এবং জেন্ডারসংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহের উপর জোর দেয়। জেন্ডার বিশ্লেষণ সেইসব বিবিধ উপায়সমূহের পরীক্ষণ সম্পন্ন করে থাকে যেগুলোতে নারী ও পুরুষ তাদের নিজেদের ও অন্যদের প্রয়োজনে বিদ্যমান ভূমিকা, সম্পর্ক এবং প্রক্রিয়া পরিবর্তনের কৌশল নির্ধারণ করে থাকে।

জেন্ডার সচেতনতা হল জ্ঞানের সেই স্তর যা নারী ও পুরুষের ভূমিকা ও সম্পর্কের পার্থক্য নির্দেশ করে এবং কীভাবে এই ফলাফল ক্ষমতার সম্পর্ক, অবস্থান, সুযোগ সুবিধা ও প্রয়োজনের উপর প্রভাব ফেলে তা বুঝতে সাহায্য করে।

জেন্ডার বৈষম্য বলতে লিঙ্গগত পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে কোন ব্যক্তির প্রতি ভিন্ন ধরনের আচরণ করা বোঝায়।

শ্রমের জেন্ডার বিভাজন হল একটি সার্বিক সামাজিক ধারা যেখানে জেন্ডারগত ধারণার উপর ভিত্তি করে নারীদেরকে এক ধরনের এবং পুরুষদেরকে অন্য আরেক ধরনের ভূমিকা প্রদান করা হয়। এই বিভেদ অর্জিত দক্ষতার ভিত্তিতে না করে লিঙ্গগত পরিচয়ের ভিত্তিতে করা হয়।

জেন্ডার সমতা এই ধারণা দেয় যে, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে মানবজাতির সকল সদস্য তাদের ব্যক্তিগত সামর্থ্যের উন্নয়ন ঘটাতে সমান অধিকার ধারণ করে এবং জেন্ডার সংশ্লিষ্ট প্রথাগত মনোভাব, জেন্ডার ভূমিকা বিষয়ে অনমনীয় ধারণা ও কুসংস্কার এর বাধ্যবাধকতা পেরিয়ে তাদের নিজস্ব পছন্দ নির্ধারণ করতে পারে। জেন্ডার সমতা বলতে বুঝায় যে নারী ও পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন আচরণ, আকাঙ্ক্ষা এবং চাহিদা সমানভাবে বিবেচিত, মূল্যায়িত ও সুবিধাপ্রাপ্ত হয়। এর মানে এই নয় যে নারী ও পুরুষকে একই ধরনের হয়ে যেতে হবে, কিন্তু তাদের অধিকার, দায়িত্ব এবং সুযোগ সুবিধা নারী কিংবা পুরুষ হিসেবে জন্ম নেওয়ার উপর নির্ভর করবে না।

জেন্ডার ন্যায্যতা বলতে বোঝায় নারী ও পুরুষের প্রতি তাদের স্ব স্ব চাহিদা অনুযায়ী সুবিচার মূলক আচরণ করা বুঝায়। সম ধরনের আচরণ কিংবা অধিকার, সুযোগ সুবিধা, বাধ্য বাধকতা এবং সুযোগ এর ক্ষেত্রে সমান হিসেবে পরিগণিত হয় এমন ধরনের ভিন্ন আচরণও জেন্ডার ন্যায্যতার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে জেন্ডার ন্যায্যতার লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রায়শঃই নারীদের ঐতিহাসিক এবং সামাজিক অনগ্রসরতার ক্ষতিপূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়।

জেন্ডার ব্যবধান (নারী-পুরুষ ব্যবধান) বলতে কেবলমাত্র নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক পার্থক্য বুঝায় না, বরং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের যে কোন প্রেক্ষাপটে বিরাজমান পার্থক্যকে বুঝায়। নারী ও পুরুষের জন্য সমাজকর্তৃক আরোপিত ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা থেকেই এ ব্যবধানের উদ্ভব হয়।

জেন্ডার বিষয়টিকে মূলধারায় আনয়ন বলতে লক্ষ্য নির্ভর একটি প্রক্রিয়াকে বুঝায় যেটা স্বীকার করে নেয় যে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান সচেতন ও অবচেতনভাবে পুরুষদের স্বার্থ রক্ষা করে থাকে। এ প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠানসমূহকে জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মাধ্যমে রূপান্তরে উৎসাহিত করে থাকে। এ প্রক্রিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীদের পূর্ণ অংশগ্রহণ উৎসাহিত করে, উন্নয়নের প্রান্তসীমা থেকে নারীদের উন্নয়নের কেন্দ্রে নিয়ে আসে এবং সকল পর্যায়ে ও সকল ক্ষেত্রে গৃহীত পরিকল্পিত কার্যকলাপে, আইন কানুনে, নীতিমালায় কিংবা কর্মসূচিতে নারী ও পুরুষের উপর এবং নারী ও পুরুষ কর্তৃক সমান প্রভাব ও সংশ্লিষ্টতা নিশ্চিত করে।

জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গি বলতে এমন একটি কার্যপ্রণালী ও পথপরিক্রমাকে বোঝায় যার চূড়ান্ত লক্ষ্যই হলো নারী ও পুরুষের মধ্যে ন্যায্যতা এবং সমতা আনয়ন করা।

জেন্ডার নীতি বলতে কোন প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট বিষয়ে নীতি নির্ধারকগণ কর্তৃক প্রদত্ত কর্মপন্থা নির্দেশমূলক মূলনীতিসমূহকে বুঝায় যা এর কার্যক্রমের মূলধারায় জেন্ডার বিষয়টিকে সমন্বিত করে। এ নীতি জেন্ডার বিষয়টিকে মূলধারায় আনয়নের উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, কর্মবণ্টন, ব্যবস্থাপনাগত কার্যাবলি, কৌশল ও নির্দেশনাও প্রদান করে।

জেন্ডার সম্পর্ক বলতে ক্ষমতার ভাগাভাগি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সম্পদে অভিগম্যতা, প্রাধিকার, অধিকার, সুযোগ সুবিধা, শ্রমবিভাজন, পরিবারে ও সমাজে তুলনামূলক ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় সংশ্লিষ্ট সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষ কর্তৃক অর্জিত সম্পর্ককে বুঝায়। জেন্ডার সম্পর্কের বিশ্লেষণগত দিক হল এটি নারীদেরকে পুরুষদের থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেয়।

জেন্ডার সহানুভূতিশীল বলতে এমন একটি পরিকল্পনা প্রক্রিয়াকে বুঝায় যা সামাজিকভাবে আরোপিত নারী ও পুরুষের মধ্যকার কৃত্রিম পার্থক্য দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ও নীতি ভিত্তিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

জেন্ডার সংবেদনশীল বলতে নারী ও পুরুষের চাহিদাগত পার্থক্যসহ সামাজিকভাবে সৃষ্ট পার্থক্যের বিষয়ে জ্ঞানের বিদ্যমান অবস্থা, এধরনের পার্থক্য থেকে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ সনাক্ত করা, বোঝা এবং সেগুলো সমাধানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে উক্ত জ্ঞানের ব্যাবহারকে বুঝায়। জেন্ডার সংবেদনশীল বলতে মানুষের এমন মানসিকতাও বুঝায় যেখানে তারা জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্যকে মানবাধিকার অর্জনে বাধাপ্রদানকারী উপাদান হিসেবে স্বীকার করে নেয় কিংবা এ বিষয়ে সচেতন থাকে।

জেন্ডার সংশ্লিষ্ট প্রথাগত মনোভাব বলতে শ্রম ও আচরণ প্রত্যাশার ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে গঠিত জেন্ডার বিভাজন অনুযায়ী নারী ও পুরুষের নির্দিষ্ট ভূমিকার বিষয়ে গণমাধ্যমে, সংবাদপত্রে কিংবা শিক্ষাক্ষেত্রে অবিরত চিত্রায়ন করাকে বুঝায়। জেন্ডার ভূমিকার বিষয়ে কোন ব্যক্তির প্রকৃতিগত দায়িত্ব এবং সামাজিক প্রত্যাশার মধ্যকার বিভ্রান্তিও জেন্ডার স্টেরিওটাইপিং এর অন্তর্ভুক্ত।

ব্যবহারিক জেন্ডার চাহিদা হল সামাজিকভাবে সংজ্ঞায়িত ভূমিকার আওতায় থেকেও নারী কর্তৃক চিহ্নিত আশু প্রয়োজনীয়তা। এই চাহিদাসমূহ সাধারণতঃ জীবনপ্রণালীর সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ যেমন পানির প্রাপ্যতা, স্বাস্থ্যসেবা এবং কর্মসংস্থান ইত্যাদির অপর্যাপ্ততার সাথে সম্পর্কিত। ব্যবহারিক জেন্ডার চাহিদা জেন্ডার ভিত্তিক শ্রম বিভাজন কিংবা সমাজে নারীদের অধঃস্তন অবস্থানকে মোকাবেলা করে না।

অন্তর্ভূক্তিমূলক কর্মসূচি বলতে এমন ধরনের কর্মসূচিকে বোঝায় যেখানে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও অবস্থানের এবং জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগণ উপকারভোগী, সেবা প্রদানকারী এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী হিসেবে অংশ নিয়ে থাকে। অন্তর্ভূক্তিমূলক কর্মসূচি শুধুমাত্র বিবিধ মানুষজনকে সেবা প্রদান করে না। বরং সম্প্রদায় ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবদান মূল্যায়ন করে থাকে এবং কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তাদের চাহিদা, সম্পদ ও মতামত সম্পৃক্ত করে। এছাড়া অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন অবস্থা ও অবস্থানের কর্মী নিয়োগ দেয় এবং সকল জাতিসত্বা ও দূরবর্তী জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান করে।

মানব উন্নয়ন হল জনগণের স্বাধীনতা ও সুযোগের সম্প্রসারণ এবং কল্যাণ প্রবর্ধনের একটি প্রক্রিয়া। মানব উন্নয়ন দৃষ্টিকোণের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে 'সামর্থ্য' সংশ্লিষ্ট ধারণা। একটি সারগর্ভ ও অর্থপূর্ণ জীবন লাভের মূল উপকরণ হচ্ছে সামর্থ্য (মানুষ কী হতে চায় বা কী করতে চায়)। প্রায় সবার কাছে গুরুত্ববহ মৌলিক সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে: সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা ও দক্ষতা, জ্ঞানের জগতে অভিগম্যতা এবং ঐহিক জীবন যাত্রার শোভন মান। জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য আরও যে সমস্ত সামর্থ্যের প্রয়োজন তার মধ্যে রয়েছে জীবনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ, আবাসগত পরিবেশের উপর নিয়ন্ত্রণ, সহিংসতা থেকে মুক্ত থাকা, সামাজিক শ্রদ্ধাপ্রাপ্তি এবং অবকাশ ও বিনোদনের সুযোগ। সামর্থ্যের বিকাশ (বা সংকোচন) ঘটে ব্যক্তির নিজস্ব প্রচেষ্টায়, প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে বা সামাজিক পরিমন্ডল দ্বারা।

লিঙ্গগত পরিচয় অনুযায়ী বিভাজিত উপাত্ত বলতে বুঝায় জেন্ডার বিশ্লেষণ করার জন্য অথবা নারী ও পুরুষের উপর ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব পরিমাপ করার জন্য লিঙ্গাগত পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভক্ত ও সজ্জিত উপাত্ত।

সামাজিক নিরাপত্তা বলতে বোঝায় সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে এমন ব্যক্তিদেরকে সহায়তা দেওয়া, তাদেরকে ন্যূনতম আয়ের নিশ্চয়তা দেওয়া, অভিঘাত ও সংকট দুর্গত মানুষের দারিদ্র্যে পুনরায় নিমজ্জন রোধে সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর ব্যবস্থা করা, সবার জন্য এমন একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক ব্যবস্থা তৈরি করা যা কার্যকরভাবে দারিদ্র্য ও অসমতার মোকাবেলা ও প্রতিরোধ করবে এবং বৃহত্তর মানব উন্নয়নে, কর্মসংস্থানে ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে।

কৌশলগত জেন্ডার সংশ্লিষ্ট চাহিদা অধঃস্তন সামাজিক অবস্থানে থাকার ফলাফল হিসেবে নারীদের দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে। বিষয়টি শ্রমশক্তির জেন্ডার বিভাজনগত ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ম-নীতি ও ভূমিকার প্রথাগত সংজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করে। প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা ভিন্ন হতে পারে এবং উত্তরাধিকারে সমতা, আইনগত অধিকার, পারিবারিক সহিংসতা, সমান মজুরি ও নিজ শরীরের উপর নারীর অধিকারের মত বিষয়গুলো এতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

কণ্ঠস্বর ও প্রতিনিধিত্ব বলতে বুঝায় রাজনীতিসহ ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিমণ্ডলে সিদ্ধান্তগ্রহণকারী হিসেবে নারীর ভূমিকা এবং নারী নেতৃত্বের প্রসার। নারী ও মেয়েদের (বালিকাদের) অধিকারের বিষয়ে পরিবর্তিত দৃষ্টভঙ্গি, নিজেদের অধিকারের বিষয়ে নারীদের বর্ধিত জ্ঞান ও দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি, পুরুষ ও ছেলেদের মধ্যে নারী-অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বোধগম্যতা ও সহায়তাও এ ধারণার অন্তর্ভুক্ত।

Australian Aid

UKaid
from the British people

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.